٦ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ

৬। ওয়ামা- মিন্ দা—ব্বাতিন ফিল্আরদ্বি ইল্লা- 'আলাল্লা-হি রিয্কুহা- ওয়া ইয়া'লামু মুস্তাক্বার্রাহা- ওয়া
(৬) পৃথিবীতে বিচরণকারী যত প্রাণী রয়েছে সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই উপর। তিনি তাদের (পার্থিব) বাসস্থান এবং (মৃত্যুর পর) তাদের সমাহিত

পারা ১২

مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ٧ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي

মুস্তাওদা'আহা-; কুল্লুন্ ফী কিতা-বিম্মুবীন। ৭। ওয়া হুওয়াল্লাযী খালাক্বাস্সামা- ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ফী
করার স্থান সম্পর্কে অবহিত। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে। (৭) তিনিই (আল্লাহ) ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ

সিত্তাতি আইয়্যা-মিঁও ওয়া কা-না 'আরশুহূ 'আলাল্ মা—ই লিইয়াব্লুওয়াকুম আইয়্যুকুম আহ্সানু 'আমালা-; ওয়া লাইন্ কুল্তা
করেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলে উত্তম। আর যদি

إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ

ইন্নাকুম মাব্'উছূনা মিম্ বা'দিল্ মাওতি লাইয়াকূলান্নাল্লাযীনা কাফারূ~ইন্ হা-যা~ইল্লা সিহ্রুম্
আপনি বলেন, নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে, তবে কাফিরগণ অবশ্যই বলবে, এটাতো (কুরআন) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর

مُّبِينٌ ٨ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلٰىٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ

মুবীন। ৮। ওয়া লাইন্ আখ্খার্না- 'আন্হুমুল্ 'আযা-বা ইলা- উম্মাতিম্ মা'দূদাতিল লাইয়াকুলুন্না মা- ইয়াহ্বিসুহ;
কিছু নয়। (৮) আর যদি আমি নির্দিষ্ট দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তি পিছিয়ে দেই,তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'কিসে তাকে আসতে বাধা প্রদান করছে?'

أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ ع ١٤ / ١ রুকূ

আলা- ইয়াওমা ইয়া'তীহিম্ লাইসা মাস্বরূফান্ 'আন্হুম্ ওয়া হ্বা-ক্বা বিহিম মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন।
জেনে রাখ! যেদিন তাদের নিকট তা আসবে, সেদিন তাদের থেকে তা সরানো হবে না। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করতো, তা তাদেরকে বেষ্টন করবে।

٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۝

৯। ওয়া লাইন্ আযাক্বনাল্ ইন্সা-না মিন্না- রাহ্মাতান্ ছুম্মা নাযা'না-হা- মিন্হ, ইন্নাহূ লাইয়াউসুন্ কাফূর।
(৯) যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমতের স্বাদ ভোগ করাই, অতঃপর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তবে নিশ্চয়ই সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

١٠ وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّي ۗ

১০। ওয়া লাইন্ আযাক্বনা-হু না'মা—আ বা'দা দ্বার্‌রা—আ মাস্সাতহু লাইয়াকূলান্না যাহাবাস্ সাইয়্যিআ-তু 'আন্নী;
(১০) আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই, তখন অবশ্যই সে বলবে, আমার থেকে দুঃখ-দুর্দশা চলে গেছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬) ঃ مستقرها ومستودعها -এর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, পার্থিব জীবনে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী যেখানে বসবাস করে সে স্থানটিকে مستقر বলে এবং মৃত্যুর পর যেখানে দাফন হবে সে স্থানটিকে مستودع বলে। কারো মতে– মাতৃ গর্ভাশয়কে مستقر এবং পিতার বীর্যকে مستودع বলে। (তাঃ ইবনে কাসীর) ইমাম শাওকানীর মতে, مستقر দ্বারা মাতৃ গর্ভাশয় এবং مستودع দ্বারা যমীনের সে অংশ বুঝানো হয়েছে যেখানে দাফন হয়। (কোঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭) ঃ كان عرشه على الماء - (আল্লার আরশ পানির উপরে ছিল) ঃ হাদীস শরীফে আছে– "আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টিজীবের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন তাঁর আরশ (সিংহাসন) পানির উপর ছিল। (কোঃ কারীম)

إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١١﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم

ইন্নাহূ লাফারিহুন্ ফাখূর। ১১। ইল্লাল্লাযীনা স্বাবারূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-ত, উলা—ইকা লাহুম

এতে নিশ্চয়ই সে আনন্দিত ও গর্বিত হয়। (১১) কিন্তু যারা ধৈর্যশীল এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত

مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ

মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া আজ্রুন্ কাবীর। ১২। ফালা'আল্লাকা তা-রিকুম বা'দ্বা মা~ইউহ্বা- ইলাইকা ওয়া দ্বা—য়িকুম্ বিহী

ও মহা প্রতিদান। (১২) তবে কি আপনার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তার থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দিবেন? আর আপনার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে শুধু

صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ

স্বাদরুকা আই ইয়াকূলূ লাও লা~উন্যিলা 'আলাইহি কান্যুন্ আও জা—আ মা'আহূ মালাক ; ইন্নামা~আন্তা নাযীর ;

একথার জন্য যে, তারা বলে, তাঁর উপর কেন ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না অথবা তার সাথে কোন ফিরিশতা আসে না কেন? আপনি তো শুধু সতর্ককারী

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ

ওয়াল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়াকীল। ১৩। আম্ ইয়াকূলূনাফাতারা-হ; কুল্ ফা'তূ বি'আশ্রি সুওয়ারিম

আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ব্যবস্থাপক। (১৩) তারা কি বলে, এ কুরআন সে (রাসূল) নিজে রচনা করেছে? বলুন, তোমরা অনরূপ সূরার মত দশটি সূরা

مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٤﴾

মিছলিহী মুফ্তারাইয়া-তিওঁ ওয়াদ্'উ মানিস্তাত্বাতুম, মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুনতুম্ স্বা-দিক্বীন।

বানিয়ে নিয়ে এস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে স্বক্ষম, তোমাদের সাথে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ ﴿١٤﴾

১৪। ফাইল্লাম্ ইয়াস্তাজীবূ লাকুম্ ফা'লামূ আন্নামা~উন্যিলা বি'ইলমিল্লাহি ওয়া আল্লা~ইলা-হা ইল্লা- হুও,

(১৪) অতঃপর যদি তারা তোমাদের কথা কবুল না করে, তবে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই এ কুরআন আল্লাহরই "ইলম" দ্বারা অবতীর্ণ এবং তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ

ফাহাল্ আন্তুম মুসলিমূন। ১৫। মান্ কা-না ইউরীদুল্ হাইয়া-তাদ্দুন্ইয়া- ওয়া যীনাতাহা- নুওয়াফ্ফি ইলাইহিম্

তবুও কি তোমরা মুসলমান হবে? (১৫) যদি কেউ পার্থিব জীবন এবং তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের আমলের

أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى

আ'মা-লাহুম্ ফীহা- ওয়াহুম ফীহা- লা- ইউব্খাসূন। ১৬। উলা—ইকাল্লাযীনা লাইসা লাহুম্ ফিল্

প্রতিদান পৃথিবীতেই পরিপূর্ণ করে দিব এবং এখানে তাদেরকে কোন কম দেয়া হবে না। (১৬) তারা এমনই লোক যে, যাদের জন্য

✪ টীকা (আঃ ১২) ঃ মানুষের ফরমাইশ অনুযায়ী মু'জেযা দেখান নবীর ক্ষমতাধীন নয়। সুতরাং আপনি এদের অন্যায় আবদার রক্ষা করার জন্য চিন্তিত হবেন না। যে কোন মু'জেযা দ্বারাই নবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। আপনার বড় মু'জেযা কোরআন শরীফ তো তাদের চক্ষুর সামনেই রয়েছে। তবে তাদের মান্য না করার কারণ কি থাকতে পারে? (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১৪) ঃ সূরা-ইউনুস ও সূরা- বাক্বারার ভাষ্যে একটি সূরার সাথে প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছে। এই দু'টি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়। বর্তমান আলোচ্য আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, এতে দশটি সূরার প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায়, প্রথমে মক্কায় দশটি সূরার প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়েছিল। অপারগতার ক্ষেত্রে অন্ততঃ একটি সূরার প্রতিযোগিতার জন্য ডাকা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ

আ-খিরাতি ইল্লান্না-র, ওয়া হ্বাবিত্বা মা- স্বানা'উ ফীহা- ওয়া বা-ত্বিলুম মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৭। আফামান

পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এখানে তারা যা কিছু করছে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা যে আমল করছে তা বিফল হবে। (১৭) সে কি

كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا

কা-না 'আলা- বাইয়্যিনাতিম মির্‌রাব্বিহী ওয়া ইয়াত্‌লুহু শা-হিদুম্ মিন্‌হু ওয়া মিন্ ক্বাবলিহী কিতা~বু মূসা- ইমা-মাওঁ

তার সমপর্যায়ের হতে পারে? যে তার প্রতিপালকের সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার কাছে আল্লাহর থেকে সাক্ষীও উপস্থিত এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব,

وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ

ওয়া রাহ্‌মাহ; উলা~ইকা ইউ'মিনূনা বিহ ; ওয়া মাইঁ ইয়াক্‌ফুর্ বিহী মিনাল্ আহ্‌যা-বি ফান্না-রু

যা ছিল পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এসব লোকেরাই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্যান্য দলেরা যারা তা অস্বীকার করে, জাহান্নামই

مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

মাও'ইদুহ, ফালা- তাকু ফী মির্‌ইয়াতিম মিন্‌হু ইন্নাহুল্ হাক্কু মির্‌রাব্বিকা ওয়ালা-কিন্না আকছারান্না-সি

তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব আপনি এতে সন্দিহান হবেন না। নিশ্চয়ই এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরীত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ

লা- ইউ'মিনূন। ১৮। ওয়া মান্ আয্‌লামু মিম্মানিফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাজিবা-, উলা—য়িকা ইউ'রাদ্বূনা

ঈমান আনে না। (১৮) আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? এসব লোককে তাদের

عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ

'আলা- রাব্বিহিম্ ওয়া ইয়াকূলুল্ ~আশ্‌হা-দু হা উলা—ইল্লাযীনা কাজাবূ 'আলা- রাব্বিহিম্, আলা- লা'নাতুল্লাহি

প্রতিপালকের সামনে হাজির করা হবে এবং তাদের সাক্ষীগণ বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের সম্পর্কে মিথ্যারোপ করেছে। জেনে রেখ, অত্যাচারীদের

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ

'আলায্ যা-লিমীন। ১৯। আল্লাযীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন সাবীলিল্লা-হি ওয়া ইয়াব্‌গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-; ওয়াহুম্

উপর আল্লাহর অভিশাপ। (১৯) যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাতে দোষ-ত্রুটি তালাস করে,

بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ

বিল আ-খিরাতি হুম্ কা-ফিরূন। ২০। উলা~য়িকা লাম্ ইয়াকূনূ মু'জ্বিযিনা ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- কা-না

তারাই পরকালের অস্বীকারকারী। (২০) তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারেনি এবং আল্লাহ ব্যতীত

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ بينة - (দলীল) দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। شاهد - (সাক্ষী) দ্বারা হযরত মুহাম্মদকে (সা) বুঝানো হয়েছে।

✪ টীকা (আঃ ১৭) ঃ অত্র আয়াতের ইশারা সম্ভবতঃ ইয়াহুদীগণের দিকে রয়েছে। আর বর্তমান কালের ইয়াহুদীগণকে সে ইয়াহুদীগণের তুলনা দিয়ে বাধ্য করান হয়েছে যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তৎকালে যে সকল ইয়াহুদী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে তিনটি বিষয় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। যথা- (১) ইসলামের নিরাপত্তা, সহজতা ও পরিচ্ছন্নতা। কারণ ইসলামের মধ্যে কোন প্রকারের কূটিলতা নেই। (২) জ্ঞানের সাক্ষ্য এই যে, ইসলাম জ্ঞানের বিপরীত কোন কিছু শিক্ষা দেয় না। (৩) তাওরাত কিতাব ইয়াহুদীগণ যার প্রতি পরিপক্ক বিশ্বাসী ছিল, সেই তাওরাত গ্রন্থে রাসূলে খোদা (সা) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আল কোরআন এবং তাওরাত উভয়েরই দ্বীন সম্বন্ধীয় মূলনীতি একই, যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তা শাখা-প্রশাখা বিষয়ে।

لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۭ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ

লাহুম্ মিন দূনিল্লা-হি মিন্ আওলিয়া~আ। ইউদ্বা-'আফু লাহুমুল্ 'আযা-ব; মা- কা-নূ ইয়াস্তাত্বী'উনাস্

তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, তারা (সত্য কথা) শোনতে পারত না এবং

السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

'সাম্'আ ওয়া মা- কা-নূ ইউব্সিরূন। ২১। উলা—ইকাল্লাযীনা খাসিরূ~আনফুসাহুম্ ওয়া দ্বাল্লা 'আন্হুম্

তারা (সঠিক পথ) দেখতে পেত না। (২১) তারাই নিজেরা নিজদেরই ক্ষতি করেছে। (আল্লাহ ছাড়া) যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়েছিল তারা তাদের

مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

মা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন। ২২। লা- জ্বারামা আন্নাহুম ফিল আ-খিরাতি হুমুল্ আখসারূন। ২৩। ইন্নাল্লাযীনা

থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। (২২) অবশ্যই তারা পরকালে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৩) যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-তি ওয়া আখ্বাতূ~ইলা- রাব্বিহিম উলা—য়িকা আস্বহা-বুল্ জ্বান্নাহ্,

ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি নত হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী,

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۭ

হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ২৪। মাছালুল্ ফারীক্বাইনি কাল আ'মা- ওয়াল্ আস্বাম্মি ওয়াল্ বাস্বীরি ওয়াস্সামী'ই;

তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। (২৪) উভয় দলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন– এক ব্যক্তি অন্ধ ও বধির, আর এক ব্যক্তি দৃষ্টিসম্পন্ন ও শ্রবণকারী,

هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۙ

হাল্ ইয়াস্তাওয়িআ-নি মাছালা- ; আফালা- তাজাক্কারূন। ২৫। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্না- নূহ্বান ইলা- ক্বাওমিহী~

এ দু'টি ব্যক্তি কি সমকক্ষের দিক দিয়ে সমান? এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (২৫) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি, (সে বলেছিল)

اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ

ইন্নী লাকুম্ নাযীরুম্ মুবীন। ২৬। আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লাল্লা-হ ; ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম্

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী। (২৬) যাতে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না কর, আমি তোমাদের

عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٧﴾ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا

'আযা-বা ইয়াওমিন্ আলীমি। ২৭। ফাক্বা-লাল্ মালাউল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী মা- নারা-কা ইল্লা- বাশারাম

উপর এক যন্ত্রণাময় দিনের শাস্তির ভয় করছি। (২৭) তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ يضعف – (দ্বিগুণ শাস্তি) দু'টি কারণে– ১. গোমরাহ হবার কারণে, ২. গোমরাহ করার কারণে। (তাঃ কাদেরী)

✪ টীকা (আঃ ২৬) ঃ উপরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পরিণামের বিবরণ ছিল। সম্মুখের আয়াতে উভয়ের তুলনা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি অন্ধ ও বধির; কথাও শুনে না, ইঙ্গিতও দেখে না। স্বভাবতঃ এমন ব্যক্তিকে বুঝাবার কোন উপায়ই নেই। আর এক ব্যক্তি, যে দেখতে ও শুনতে পায়। এমন ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কাজ। এ দু'ব্যক্তির অবস্থা কি সমান? কখনই নয়। কাফির এবং মুসলমানের অবস্থাও তদ্রূপ। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ২৬) ঃ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া ভূত, সুওয়া, ইয়াগূছ, নাছ্র ইত্যাদি যে সমস্ত উপদেবতা নির্ধারণ করে রেখেছে, তাদেরকে বর্জন কর। এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো এবাদত করো না। (বঃ কোঃ)

مِثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى

মিছলানা- ওয়ামা- নারা-কাত তাবা'আকা ইল্লাল্লাযীনা হুম্ আরা-যিলুনা- বা-দিয়াররা-য়, ওয়া মা- নারা-

আর দেখছি যে, সে লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নীচ এবং তাও (করছে) স্বল্প বুদ্ধির লোক। আমরা তোমাদেরকে আমাদের

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ

লাকুম 'আলাইনা- মিন্ ফাদ্বলিম্ বাল্ নায়ুন্নুকুম্ কা-যিবীন। ২৮। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি আরাআইতুম্ ইন কুন্তু

চেয়ে কোন বিষয় শ্রেষ্ঠ দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী ধারণা করি। (২৮) নূহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে বল, আমি যদি আমার

عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۭ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا

'আলা- বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রাব্বী ওয়া আ-তা-নী রাহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিহী ফা'উম্মিয়াত্ 'আলাইকুম; আনুল্যিমুকুমূহা-

প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি এবং আমাকে তিনি তাঁর থেকে রহমত দান করেন, অতঃপর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি

وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا

ওয়া আন্তুম্ লাহা- কা-রিহূন। ২৯। ওয়া ইয়া- কাওমি লা~আস্আলুকুম্ 'আলাইহি মা-লা- ; ইন্ আজ্রিয়া ইল্লা-

তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিব? অথচ তোমরা তা অপছন্দ কর। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আমি এ জন্য তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাইনা, আমার প্রতিদান তো

عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ

'আলাল্লা-হি ওয়া মা~আনা বিত্বা-রিদিল্লাযীনা আ-মানূ; ইন্নাহুম মুলা-কূ রাব্বিহিম ওয়া লা-কিন্নী~

শুধু আল্লাহরই নিকট। আমি তো মুমিনদেরকে আমার থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে

اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ

আরা-কুম ক্বাওমান্ তাজ্হালূন। ৩০। ওয়া ইয়া- ক্বাওমি মাই ইয়ান্ছুরুনী মিনাল্লা-হি ইন্ ত্বারাদ্তুহুম্

মূর্খ সম্প্রদায় (হিসেবে) দেখছি। (৩০) হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই; তবে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কে সাহায্য করবে? তবুও কি

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

আফালা- তাযাক্কারূন। ৩১। ওয়া লা~আক্বূলু লাকুম্ 'ইন্দী খাযা-য়িনুল্লা-হি ওয়া লা~আ'লামুল্ গাইবা

তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৩১) আমি তোমাদের কাছে একথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার রয়েছে; আর আমি অদৃশ্যের খবরও রাখি না।

وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ

ওয়া লা~আক্বূলু ইন্নী মালাকুওঁ ওয়া লা~আক্বূলু লিল্লাযীনা তাযদারী~আ'ইউনুকুম্ লাই ইউ'তিয়াহুমুল্লা-হু

আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা এবং আমি বলি না যে, যারা তোমাদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, কখনও আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন না,

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৮) ঃ بينة - (দলীল) দ্বারা ঈমান এবং رحمت - (রহমত) দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।

✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ হযরত নূহ (আ)-এর উপরোক্ত বিবৃতির ফলে কাফিরদের যাবতীয় কূটতর্কের অবসান ঘটল। এখন উত্তরে আরো বলছেন যে, আমার নবুওয়াতের পক্ষে যে অকাট্য প্রমাণ্য রয়েছে, তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা একে অসম্ভব বলাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, প্রমাণের নিকট সম্ভবতা, অসম্ভবতার কোন স্থান নেই। বস্তুতঃ আমি কোন বিচিত্র বিষয়ের দাবীও করি নি। তেমন হলে অবশ্য অসম্ভব মনে করে তৎপ্রতি অবিশ্বাস করা অশোভনীয় হত না; কিন্তু প্রমাণ স্থাপিত হওয়ার পর সে ওযর-ও অচল। হাঁ, যদি অসম্ভবতার পক্ষে কোন দলীল থাকত, তবে তার অনুসরণ করা কর্তব্য হত; কিন্তু তেমন কোন বিচিত্র অসম্ভব দাবী তো আমি করি নি। (বঃ কোঃ)

خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا

খাইরা-; আল্লা-হু আ'লামু বিমা- ফী~আন্‌ফুসিহিম্, ইন্নী~ইযাল্লামিনায্ যা-লিমীন। ৩২। ক্বা-লূ

আল্লাহ অকাত আছেন তাদের অন্তরের খবর সম্পর্কে। (যদি এরূপ বলি) তবে নিশ্চয়ই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৩২) তারা বলল,

يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ

ইয়া- নূহু ক্বাদ্ জ্বা-দাল্‌তানা- ফাআক্‌ছার্‌তা জ্বিদা-লানা- ফা'তিনা বিমা- তা'ইদুনা~ইন কুন্‌তা মিনাস্

হে নূহ, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে তর্ক করেছ এবং তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় তর্ক করেছ, অতএব তুমি যার ভয় আমাদেরকে দিতেছ তা আমাদের প্রতি আনয়ন

الصَّادِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝

স্বা-দিক্বীন। ৩৩। ক্বা-লা ইন্নামা- ইয়া'তীকুম্ বিহিল্লা-হু ইন্‌শা~আ ওয়ামা~আন্‌তুম্ বিমু'জ্বিযীন।

কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩৩) সে (নূহ) বলল, আল্লাহ তোমাদের উপর তা আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। তোমরা তাঁকে অপারগ করতে পারবে না।

﴿٣٤﴾ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن

৩৪। ওয়া লা- ইয়ান্‌ফা'উকুম্ নুস্বহী~ইন্ আরাদ্‌তু আন্ আন্‌স্বাহা লাকুম্ ইন্ কা-নাল্লা-হু ইউরীদু আইঁ

(৩৪) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চান

يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ

ইউগ্‌ওয়িয়াকুম্; হুওয়া রাব্বুকুম্ ওয়া ইলাইহি তুরজ্বা'উন্। ৩৫। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হ ; কুল্ ইনিফ্

তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তারা কি বলে যে, এটি (কুরআন) সে বানিয়েছে? আপনি বলুন, এটি যদি আমি

افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ

রুকূ ৩

তারাইতুহূ ফা'আলাইয়্যা ইজ্‌রা-মী উম ওয়া আনা বারী~উম্ মিম্মা- তুজ্বরিমূন। ৩৬। ওয়া উহিয়া ইলা- নূহিন্ আন্নাহূ

বানিয়ে থাকি, তবে তার গুনাহ আমার উপরই। আর তোমরা যে গুনাহ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত। (৩৬) নূহের প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করা হল, যারা

لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

লাইঁইউ'মিনা মিন্ ক্বাওমিকা ইল্লা- মান ক্বাদ্ আ-মানা ফালা- তাব্‌তাইস্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্'আলূন।

ঈমান এনেছে তারা ছাড়া অন্য কেউ তোমার সম্প্রদায় হতে ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে তুমি চিন্তিত হয়ো না।

﴿٣٧﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم

৩৭। ওয়াস্বনা'য়িল্ ফুল্‌কা বিআ'উনিনা- ওয়া ওয়াহ্‌য়িনা- ওয়ালা- তুখা-ত্বিব্‌নী ফিল্লাযীনা যালামূ, ইন্নাহুম্

(৩৭) তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার ওহী মোতাবেক নৌকা তৈয়ার কর এবং অত্যাচারীদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোন আবদার করবেন না।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৭) ঃ ...واصنع الفلك - (নৌকা তৈয়ার কর) ঃ হযরত নূহ (আ) ওহীর দ্বারা দু'বছর বসে নৌকা তৈয়ার করলেন। নৌকার দৈর্ঘ্য ৩০০ গজ, কারো মতে ১২০০ গজ এবং প্রস্থ ৫০ গজ, কারো মতে ৬০ গজ। তার উচ্চতা ৩০ গজ, কোন বর্ণনা মতে, ৩৩ গজ। সে নৌকার দরজা ছিল তিনটি এবং তাতে রং দেয়া হয়েছিল কালো রং যা তিন তলা বিশিষ্ট। (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নৌকা কিরূপে নির্মাণ করতে হয়, নূহ (আ) তা জানতেন না। ওহী আসল, মুরগীর বুকের ন্যায় করে বানাও। ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণের জন্য একটি শাল বৃক্ষ রোপণ করলে বিশ বছরে তা এত বড় হয়ে গেল যে, তা দ্বারাই পূর্ণ নৌকা নির্মিত হয়ে গেল। এই বিশ বছরের মধ্যে সম্প্রদায়ে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে নি। পূর্বের শিশুরাই ইতিমধ্যে বালেগ হয়ে নিজ নিজ পিতার অনুগামী হল। নূহ (আ) উক্ত বৃক্ষ দ্বারা বার শত গজ লম্বা, সুগভীর একটি নৌকা নির্মাণ করে ১ম তলায় পক্ষী, ২য় তলায় জন্তু এবং ৩য় তলায় আসবাবপত্রসহ মানুষের স্থান করে দিলেন। (বঃ কোঃ)

مغرقون ﴿٣٨﴾ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه ط

মুগ্‌রাকূন। ৩৮। ওয়া ইয়াস্বনা'উল্ ফুল্‌কা ওয়া কুল্লামা- মার্‌রা 'আলাইহি মালাউম্ মিন্ ক্বাওমিহী সাখিরূ মিন্‌হু,

নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। (৩৮) তিনি নৌকা তৈয়ার করতে লাগলেন। আর যখন তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ তার কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে

قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ﴿٣٩﴾ فسوف تعلمون

ক্বা-লা ইন্ তাস্‌খারূ মিন্না- ফাইন্না- নাস্‌খারু মিন্‌কুম কামা- তাসখারূন্। ৩৯। ফাসাওফা তা'লামূনা

ঠাট্টা করতো। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে ঠাট্টা কর, তবে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব, যেভাবে তোমরা ঠাট্টা করছ। (৩৯) আর তোমরা

من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ﴿٤٠﴾ حتى اذا جاء

মাই ইয়া'তীহি 'আযা-বুই ইউখ্‌যীহি ওয়া ইয়াহ্বিলু 'আলাইহি 'আযা-বুম্ মুক্বীম। ৪০। হাত্তা- ইযা জা— আ

শীঘ্রই জানতে পারবে, কার উপর অপমানজনক শাস্তি আসবে এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি আসবে। (৪০) অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে গেল

امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا

আম্‌রুনা- ওয়া ফা-রাত্তান্‌নূরু কুল্‌নাহ্‌মিল্ ফীহা- মিন্ কুল্লিন যাওজ্বাইনিছনাইনি ওয়া আহ্‌লাকা ইল্লা-

এবং চুলা পানি উপচিয়ে ফেলল, আমি নূহকে বললাম, এ নৌকায় প্রত্যেক জাতি হতে দু'টি করে জোড়া (নর ও মাদী) উঠিয়ে নিন, আর যাদের সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে

من سبق عليه القول ومن امن ط ومآ امن معه الا قليل ﴿٤١﴾ وقال اركبوا

মান্ সাবাক্বা 'আলাইহিল ক্বাওলু ওয়া মান আ-মান, ওয়া মা~আ-মানা মা'আহূ ইল্লা- ক্বালীল। ৪১। ওয়া ক্বা-লারকাবূ

গিয়েছে তাদের ছাড়া এবং আপনার পরিবারের লোকজনকে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাঁর সাথে ঈমান আনায়নকারী ছিল খুবই নগণ্য। (৪১) নূহ বললেন,

فيها بسم الله مجرىها ومرسىها ط ان ربي لغفور رحيم ﴿٤٢﴾ وهي تجري

ফীহা- বিস্‌মিল্লা-হি মাজ্‌রেহা- ওয়া মুরসা-হা-, ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর্ রাহীম। ৪২। ওয়া হিয়া তাজ্‌রী

তোমরা এ নৌকায় আরোহণ কর, আল্লাহর নামেই এর চলা ও অবস্থান। অবশ্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। (৪২) আর সেটি

بهم في موج كالجبال ق ونادى نوح ابنه وكان في معزل يبني

বিহিম্ ফী মাওজ্বিন্ কাল্‌জ্বিবা-ল, ওয়া না-দা- নূহুনিব্‌নাহূ ওয়া কা-না ফী মা'যিলিই ইয়া-বুনাইয়্যার্

তাদের নিয়ে পর্বত সমতুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। নূহ তাঁর পুত্রকে ডেকে বললেন, সে ছিল এক কিনারায়, হে আমার ছেলে!

اركب معنا ولا تكن مع الكفرين ﴿٤٣﴾ قال سآوي الى جبل يعصمني من

আর্‌কাব্ মা'আনা- ওয়ালা- তাকুম্ মা আল্ কা-ফিরীন। ৪৩। ক্বা-লা সাআ-ওয়ী~ইলা- জাবালিই ইয়া'স্বিমুনী মিনাল্

আমাদের সাথে (নৌকায়) উঠ এবং কাফিরদের সাথী হয়ো না। (৪৩) সে বলল, আমি শীঘ্রই কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় নিব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ নূহ্ (আ) ময়দানে নৌকা নির্মাণ করা কালে কাফিররা বিদ্রূপ করে বলত, "প্রথম তো নবী সাজলেন, এখন সূতার মিস্ত্রী হলেন, পানি নেই- নৌকা নির্মাণ করছেন ইত্যাদি।" (মুঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ بسم الله مجرىها হাদীস শরীফে বর্ণিত, যখন নূহ (আ) নৌকা চালাতে ইচ্ছা করতেন তখন 'বিসমিল্লাহ' বলতেন এবং যখন কোথাও নোঙ্গর করতে চাইতেন, তখনও বিসমিল্লাহ বলতেন। তিনি তাঁর সাথীদেরকে এভাবে "বিস্‌মিল্লাহ" বলা শিখালেন। (তাঃ কাদেরী)

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ নূহ্ (আ)-এর পুত্র 'কেন্‌আন' তখন নৌকার নিকটেই দণ্ডায়মান ছিল। নূহ্ (আ) তাকে ঈমানদার বলেই জানতেন, এজন্য বলেছেন, 'বৎস! আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ কর।' ছেলেটি আসলে মুনাফেকী করত। (মুঃ কোঃ)

الْمَآءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

মা—ই, ক্বা-লা- লা- 'আ-স্বিমাল্-ইয়াওমা মিন্ আমরিল্লা-হি ইল্লা- মার্ রাহ্বিম, ওয়া হ্বা-লা বাইনাহুমাল্ মাওজু
নূহ্ বলল, আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে রক্ষাকারী কেউ নেই, শুধু সে ব্যতীত যাকে আল্লাহ রহম করেন। আর তাদের দু'জনার মাঝে তরঙ্গ

فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ

ফাকা-না মিনাল্ মুগ্বরাক্বীন। ৪৪। ওয়া ক্বীলা ইয়া~আর্দ্বুব্লা'য়ী মা—আকি ওয়া ইয়া-সামা—উ আক্বলি'ঈ ওয়া গীদ্বাল্
প্রতিবন্ধক হয়ে গেল আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৪৪) এরপর বলা হল, হে যমীন! তুমি স্বীয় পানি চুষে নাও। আর হে আকাশ! তুমি থেমে যাও।

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

মা—উ ওয়া কুদ্বিয়াল্ আম্রু ওয়াস্তাওয়াত্ 'আলাল্ জূদিয়্যি ওয়া ক্বীলা বু'দাল্লিল্ ক্বাওমিয্ য়া-লিমীন্।
অতঃপর পানি হ্রাস পেল এবং কাজ সমাপ্ত হলো এবং নৌকা "জূদী" পাহাড়ের উপর গিয়ে লাগল, আর বলা হল, অত্যাচারী সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

৪৫। ওয়া না-দা- নূহ্ র্ রাব্বাহূ ফাক্বা-লা রাব্বি ইন্নাব্নী মিন্ আহ্লী ওয়া ইন্না ওয়া'দাকাল্ হ্বাক্কু
(৪৫) নূহ তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ছেলে আমারই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আপনার ওয়াদা সত্য এবং

وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ

ওয়া আন্তা আহ্কামুল হ্বা-কিমীন। ৪৬। ক্বা-লা ইয়া-নূহু ইন্নাহূ লাইসা মিন্ আহ্লিক, 'ইন্নাহূ 'আমালুন্ গাইরু'
আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৪৬) আল্লাহ বললেন, হে নূহ! সে আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে অসৎ

صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

স্বা-লিহ্, ফালা- তাস্আল্নি মা- লাইসা লাকা বিহী 'ইল্ম; ইন্নী~আ'য়িযুকা আন্ তাকূনা মিনাল্ জ্বা-হিলীন।
কর্মপরায়ন। সুতরাং যে বিষয় আপনার জানা নেই সে বিষয় আমার কাছে আবদার করবেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي

৪৭। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী ~আ'উযুবিকা আন্ আস্আলাকা মা- লাইসা লী বিহী 'ইল্ম; ওয়া ইল্লা- তাগ্ফিরলী
(৪৭) তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে পানাহ চাই, আমি যেন আপনার কাছে এমন বিষয় আবদার না করি, যে বিষয় আমার জ্ঞান নেই। যদি আপনি

وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ

ওয়া তার্হামনী ~আকুম মিনাল্ খা-সিরীন। ৪৮। ক্বীলা ইয়া- নূহুহ্বিত্ বিসালা-মিম মিন্না- ওয়া বারাকা-তিন্ 'আলাইকা
আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি রহম না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৪৮) বলা হল, হে নূহ! নেমে আসুন আমার পক্ষ থেকে শান্তি এবং

এক চতুর্থাংশ

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৪) ঃ واستوت على الجودى - মহররমের দশ তারিখ আশুরার দিন নৌকা জূদী পাহাড়ে এসে লাগল এবং তুফানের সময়কাল ছিল ছয় মাস। নূহ (আ) নৌকা থেকে বের হয়ে সেদিন শোকরানা রোযা রাখলেন এবং আশুরার রোযা সুন্নাত। (তাঃ কাদেরী)

✪ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ যদ্রূপ সারা দুনিয়ার পিতৃগণের নিজ নিজ সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ জাগ্রত থাকে এবং পিতা স্বাভাবিক ভালবাসার জন্য সন্তানের দোষ-ত্রুটি সব সময়েই তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে, কিম্বা তার দোষ-ত্রুটিতে ভ্রুক্ষেপ করে না, অনুরূপই অবস্থা নূহ পয়গাম্বরের নিজের পুত্রের সাথে ছিল। হযরত নূহ নবী শেষ পর্যন্ত পুত্রের পরিত্রাণের জন্য দোআ প্রার্থনা করতে থাকেন। আল্লাহ হযরত নূহকে সাবধান করে দেন যে, হে নূহ! তুমি তোমার পুত্রের কার্যাবলীর বিচারকর্তা হতে পার না। আর তোমার পুত্রের শেষ পরিণতির খবরও তোমার জানা নেই। হে নূহ! যে বস্তু বাহ্যতঃ তোমার উত্তম বোধ হচ্ছে, তার শেষ পরিণতি অতি জঘন্য।

وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ওয়া 'আলা~উমামিম মিম্মাম মা'আক; ওয়া উমামুন্ সানুমাত্তি'উহুম ছুম্মা ইয়ামাস্সুহুম মিন্না- 'আযা-বুন আলীম।

আপনার ও আপনার সংগীয় দলের উপর বরকতসহ এবং অন্যান্য দল, যাদেরকে শীঘ্রই আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিব, অতঃপর আমার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে।

﴿٤٩﴾ تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ

৪৯। তিল্‌কা মিন্ আম্‌বা—ইল্ গাইবি নূহীহা~ইলাইকা' মা- কুন্‌তা তা'লামুহা~আন্‌তা ওয়ালা- ক্বাওমুকা

(৪৯) এগুলো গায়েবী সংবাদ যা আপনাকে ওহী দ্বারা অবগত করাচ্ছি, যা এর পূর্বে আপনি জানতেন না, এবং আপনার সম্প্রদায়ও

مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ

মিন্ ক্বাব্‌লি হাযা-; ফাসবির্; ইন্নাল্ 'আ-ক্বিবাতা লিল্ মুত্তাক্বীন। ৫০। ওয়া ইলা- 'আ-দিন্ আখা-হুম্ হূদা-;

জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করুন। উত্তম প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্যই। (৫০) আমি প্রেরণ করেছিলাম আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভ্রাতা হূদকে।

قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥١﴾ يَٰقَوْمِ

ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদূল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন ইলা-হিন গাইরুহু; ইন্ আনতুম্ ইল্লা- মুফ্‌তারূন। ৫১। ইয়া- ক্বাওমি

তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। তোমরা তো শুধু অপবাদকারী। (৫১) হে আমার সম্প্রদায়!

لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

লা~আস্‌আলুকুম্ 'আলাইহি আজ্‌রা-, ইন্‌আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলাল্লাযী ফাত্বারানী; আফালা- তা'ক্বিলূন।

আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময় কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তাঁরই দায়িত্বে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও তোমরা কি বুঝবে না?

﴿٥٢﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

৫২। ওয়া ইয়া- ক্বাওমিস্তাগ্‌ফিরূ রাব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ~ইলাইহি ইউর্‌সিলিস সামা— আ 'আলাইকুম মিদ্‌রা-রাওঁ

(৫২) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে যাও, তিনি আকাশ হতে তোমাদের উপর পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا۟ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا

ওয়া ইয়াযিদ্‌কুম্ কুওয়াতান ইলা- কুওয়াতিকুম ওয়ালা- তাতাওয়াল্লাও মুজ্‌রিমীন। ৫৩। ক্বা-লূ ইয়া-হূদু মা- জি'তানা-

করবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমতার সাথে আরও ক্ষমতা বাড়িয়ে দিবেন। তোমরা অপরাধী অবস্থায় ফিরে যেয়ো না। (৫৩) তারা বলল, হে হূদ! আপনি আমাদের

بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾ إِن

বিবাইয়্যিনাতিওঁ ওয়া মা- নাহ্‌নু বিতা-রিকী~আ-লিহাঁতিনা- 'আন্ ক্বাওলিকা ওয়া মা- নাহ্‌নু লাকা বিমু'মিনীন্। ৫৪। ইন্

কাছে কোন দলীল আনেন নি। শুধু আপনার কথায় আমরা আমাদের মা'বূদকে পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাসী নই। (৫৪) এবং আমরাতো

মুয়া'নাকা ঃ ৫

৪ / ৪৪ / ৪ রুকূ

○ টীকা (আঃ ৫১) ঃ সকল রাসূলই স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট নিজের নিঃস্বার্থতা এবং নির্লোভ হওয়ার কথা ঘোষণা করে থাকেন, যেন লোকে তাদেরকে কোন অপবাদ দিতে না পারে এবং উপদেশও খাঁটি হয়। কেননা, পার্থিব-স্বার্থ বিজড়িত না হলেই উপদেশ ফলপ্রদ হয়। এ জন্যই হূদ (আ) এ কথা ঘোষণা করেছিলেন। (মুঃ কোঃ) **○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ** قوة (ক্ষমতা) দ্বারা সম্পদ ও সন্তানাদি বুঝানো হয়েছে। **○ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ** অর্থাৎ, কাফিরদের ধারণা, যেহেতু আপনি তাদের অবমাননা করেছেন, এজন্য তাদের কেউ আপনার মস্তিষ্ক বিগড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই আপনি এরূপ প্রলাপোক্তি করছেন। (বঃ কোঃ)

نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا

নাকূলু ইল্লা' তারা-কা বা'দু আ-লিহাতিনা- বিসূ~ই ; ক্বা-লা ইন্নী~উশ্‌হিদুল্লা-হা ওয়াশ্‌হাদূ~

আপনার ব্যাপারে বলি যে, আমাদের মা'বুদের মধ্য হতে কারো অশুভ আপনার প্রতি চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক

أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿৫৫﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ

আন্নী বারী—উম্ মিম্মা- তুশরিকূন। ৫৫। মিন্ দূনিহী ফাকীদূনী জ্বামী'আন্ ছুম্মা লা- তুন্‌যিরুন।

যে, আমি সে সব বিষয় হতে মুক্ত যাদের তোমরা শরীক করছ। (৫৫) আল্লাহকে ছাড়া তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে কোন অবসর দিও না।

﴿৫৬﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ

৫৬। ইন্নী তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি রাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্'; মা- মিন্ দা—ব্বাতিন্ ইল্লা- হুওয়া আ-খিযুম বিনা-স্বিয়াতিহা-;

(৫৬) আমি আল্লাহর উপরই ভরসা রাখি যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এমন কোন জীব নেই, যা তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়,

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿৫৭﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ

ইন্না রাব্বী 'আলা- স্বিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম। ৫৭। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাক্বাদ্ আবলাগ্‌তুকুম মা~উর্‌সিল্‌তু বিহী ~

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথেই আছেন। (৫৭) অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও, তবে আমি তোমাদের কাছে সে সব পৌঁছিয়েছি যা সহ আমি তোমাদের কাছে

إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ

ইলাইকুম; ওয়া ইয়াস্তাখ্‌লিফু রাব্বী ক্বাওমান্ গাইরাকুম, ওয়ালা- তাদ্বুর্‌রূনাহূ শাইয়া-; ইন্না রাব্বী 'আলা

প্রেরিত হয়েছি। আর আমার প্রতিপালক তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক

كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿৫৮﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

কুল্লি শাইয়িন হাফীজ্ব। ৫৮। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ আম্‌রুনা- নাজ্জাইনা- হূদাওঁ ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরাহ্‌মাতিম

প্রতিটি জিনিসেরই রক্ষক। (৫৮) আর যখন আমার হুকুম (শাস্তি) এসে পৌঁছল, তখন আমি নিজ অনুগ্রহে নাজাত দিলাম হুদকে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে

مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿৫৯﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

মিন্না-; ওয়া নাজ্জাইনাহুম মিন্ 'আযা-বিন্ গালীয্ব। ৫৯। ওয়া তিলকা 'আ-দুন্ জাহাদূ বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহিম্

তাদেরকে, কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত দিলাম। (৫৯) আর এই আদ জাতি যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত অস্বীকার করেছে

وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿৬০﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا

ওয়া 'আস্বাও রুসুলাহূ ওয়াত্তাবাউ'- আম্‌রা কুল্লি জাব্বা-রিন্ 'আনীদ। ৬০। ওয়া উত্‌বিউ' ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া-

এবং তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং তারা প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী অবাধ্যদের নির্দেশ অনুসরণ করেছে। (৬০) এ পার্থিব জীবনে তাদের পেছনে লা'নত

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৬) ঃ اخذ بناصيتها - (শাব্দিক অর্থ- মাথার সম্মুখস্থ চুল ধরা) এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তিনিই তার মালিক এবং তার উপর ক্ষমতাশীল। "মাথার সম্মুখস্থ চুল ধরা" মালিকত্বের একটি দৃষ্টান্ত। (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ অর্থাৎ, 'আদ সম্প্রদায় যখন হূদ (আ)-এর উপদেশ মানল না, তখন প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের উপর পতিত হয়। কিংবা এখানে 'কঠোর আযাব' বলতে পারলৌকিক-আযাবও উদ্দেশ্য হতে পারে। এই কাওমের আযাব এরূপ কঠোর হবে যে, দোযখের আগুনের তাপ তাদের গলদেশ দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিষ্ক গলিয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে ফেলবে। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এখানে বলা হয়েছে, "আদ সম্প্রদায় রাসূলগণের কথা মান্য করে নি," অথচ তাদের একমাত্র নবী ছিলেন হূদ (আ)। আসল কথা এই যে, সকল নবীর শিক্ষার মূলগত বিষয় হল তাওহীদ। কাজেই এক রাসূলকে অমান্য করলে সকল রাসূলকে অমান্য করা হয়। (বঃ কোঃ)

لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۟ ع ٥ ١١

লা'নাতাওঁ ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ; আলা~ইন্না 'আ-দান কাফারূ রাব্বাহুম; আলা- বু'দাললি'আ-দিন ক্বাওমি হূদ। ৫ রুকূ

পেছনে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও থাকবে। জেনে রেখ! আদ (জাতি) নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, জেনে রেখ, হূদের সম্প্রদায় আদের উপর লা'নত।

(٦١) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

৬১। ওয়া ইলা- ছামূদা আখা-হুম্ স্বা-লিহ্বা- । ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন ইলা-হিন গাইরুহ;

(৬১) সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ ওয়াক্বফে লাযেম ৭

হুওয়া আন্‌শাআকুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি ওয়াস্তা'মারাকুম ফীহা- ফাস্তাগ্‌ফিরূহু ছুম্মা তূবু~ইলাইহ ;

তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তোমাদেরকে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে যাও।

اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ (٦٢) قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ

ইন্না রাব্বী ক্বারীবুম্ মুজীব। ৬২। ক্বা-লূ ইয়া-স্বা-লিহু ক্বাদ্ কুন্‌তা ফীনা- মারজুওওয়ান ক্বাব্‌লা হা-যা~

নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি কাছে, তিনি দোয়া কবুলকারী। (৬২) তারা বলল, হে সালিহ, তুমি আমাদের কাছে এর পূর্বে আশা-আকাঙ্ক্ষার পাত্র ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ

اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۟

আতানহা-না~আন্ না'বুদা মা- ইয়া'বুদু আ-বা—উনা- ওয়া ইন্নানা- লাফী শাক্কিম্ মিম্মা তাদ্'উনা~ইলাইহি মুরীব।

করছ তাদের উপাসনা করতে, আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যাদের উপাসনা করত? যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমরা গভীর সন্দেহে আছি যে, আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

(٦٣) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ

৬৩। ক্বা-লা ইয়া ক্বাওমি আরাআইতুম ইন্ কুন্তু 'আলা- বাইয়্যিনাতিম মির্‌রাব্বী ওয়া আ-তা-নী মিন্‌হু রাহ্‌মাতান ফামাঁই

(৬৩) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা বলতো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট দলীলের উপর স্থীর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত দান করেন।

يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (٦٤) وَيٰقَوْمِ

ইয়ানস্বুরুনী মিনাল্ল-হি ইন্ 'আস্বাইতুহ, ফামা- তাযীদূনানী গাইরা তাখ্‌সীর। ৬৪। ওয়া ইয়া-ক্বাওমি

অতএব আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় কে আমাকে সাহায্য করবে। তোমরা তো আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ, (৬৪) হে আমার সম্প্রদায়!

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ

হা-যিহী না-ক্বাতুল্লা-হি লাকুম আ-ইয়াতান ফাযারুহা- তা'কুল ফী~আর্‌দ্বিল্লা-হি ওয়ালা- তামাস্‌সূহা- বিসূ~ইন্

আল্লাহর এ উষ্ট্রিটি তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ, তাকে ছেড়ে দাও, যাতে সে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে পারে। তাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে স্পর্শ করনা, অন্যথায়

✪ **টীকা (আঃ ৬২) ঃ** অর্থাৎ, তুমি শিক্ষা দিচ্ছ, এক খোদার এবাদত করতে; কিন্তু এই তাওহীদের ব্যাপারটি আমাদের ধারণায়ই আসে না। এ এমন একটি ধারণা বহির্ভূত ব্যাপার, যা আমদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে। (বঃ কোঃ) ✪ **বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ** بينة (দলীল) দ্বারা ঈমান ও ইয়াকীন যা আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরগণকে দান করেন এবং رحمت (রহমত) দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।

✪ **টীকা (আঃ ৬৪) ঃ** কাফিররা হযরত ছালেহ্ (আ)-এর নিকট নবুওয়াত প্রমাণিত করার জন্য মু'জিযা দেখাতে ফরমাইশ করেছিল, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করলে প্রস্তর মধ্য হতে একটি উটনী বের হয়ে তৎক্ষণাৎ বাচ্চা প্রসব করল। (মুঃ কোঃ)

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ

ফাইয়া'খুযাকুম 'আযাবুন ক্বারীব। ৬৫। ফা'আক্বারূহা- ফাক্বা-লা তামাত্তা'উ ফী দা-রিকুম ছালা-ছাতা আইয়্যা-ম;

তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি পাকড়াও করবে। (৬৫) কিন্তু তারা তার পা কর্তন করল। অতঃপর ছালেহ বলল, তোমরা তোমাদের স্বীয় গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও,

ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ

যা-লিকা ওয়া'দুন্ গাইরু মাক্‌যূব। ৬৬। ফাল্লাম্মা- জ্বা—আ আম্‌রুনা- নাজ্জাইনা- স্বা-লিহ্বাওঁ ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ

এ ওয়াদা মিথ্যা হওয়ার নয়। (৬৬) অনন্তর যখন আমার নির্দেশ (শাস্তি) এসে পৌছল, আমি স্বীয় করুণায় ছালেহ ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করলাম,

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ

বিরাহ্‌মাতিম মিন্না- ওয়া মিন খিযয়ি ইয়াওমেয়িয, ইন্না রাব্‌বাকা হুওয়াল্ ক্বাওয়িয়্যুল 'আযীয্। ৬৭। ওয়া আখাযা

আর বাঁচালাম সে দিনের অপমান হতেও। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৬৭) আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে ভীষণ

الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا

ল্লাযীনা যালামূস্ স্বাইহাতু ফাআস্ববাহু ফী দিয়া-রিহিম জ্বা-ছিমীন। ৬৮। কা-আল্লাম ইয়াগ্‌নাও

আওয়াজ পাকড়াও করল। ফলে তারা স্বীয় আবাস স্থলেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) মনে হয় যেন তারা সেখানে কখনো ছিল না। সাবধান! নিশ্চয়ই সামুদ জাতি অস্বীকার

ع ৬ ৬ রুকূ

فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا

ফীহা-; আলা ~ইন্না ছামূদা কাফারূ রাব্‌বাহুম; আলা- বু'দাল্লিছামূদ। ৬৯। ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা~আত্ রুসুলুনা~

করেছিল তাদের প্রতিপালককে। জেনে রাখ, ধ্বংসই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত (ফিরিশতাগণ) ইব্রাহীমের সন্নিকটে শুভ সংবাদ

إِبْرَٰهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

ইব্‌রা-হীমা বিল্ বুশরা- ক্বা-লূ সালা-মা-; ক্বা-লা সালা-মুন্ ফামা- লাবিছা আন জ্বা-আ বি'ইজ্‌লিন হ্বানীয।

নিয়ে আগমন করেছিল। তারা সালামের দ্বারা অভিবাদন জানাল। তিনিও (প্রতি উত্তরে) "সালাম" বললেন। অর্তঃপর দ্রুত তিনি ভুনাকৃত গো-বৎস আনয়ন করলেন।

﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ

৭০। ফালাম্মা- রাআ~আইদিয়াহুম লা- তাস্বিলু ইলাইহি নাকিরাহুম ওয়া আওজ্বাসা মিন্‌হুম খীফাহ; ক্বা-লূ লা- তাখাফ্

(৭০) অনন্তর যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাদের হস্তসমূহ সে দিকে প্রসারিত হচ্ছে না (তখন) তিনি তাদের অপরিচিত মনে করলেন এবং তাদের কর্তৃক আশংকা অনুভব করলেন।

إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ

ইন্না~উর্‌সিল্‌না~ইলা- ক্বাওমি লূত্ব। ৭১। ওয়ামরাআতুহূ ক্বা—য়িমাতুন ফাদ্বাহ্বিকাত্ ফাবাশ্‌শার্‌না-হা- বিইসহ্বা-ক্ব

তারা বললেন- তোমরা শংকিত হয়ো না, আমরা প্রেরিত হয়েছি 'লূত' সম্প্রদায়ের প্রতি। (৭১) তখন তাঁর সহধর্মীনী দণ্ডায়মান ছিল, তিনি হেসে উঠলেন। অতঃপর আমি তাঁকে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৭) ঃ صيحة - (ভীষণ চিৎকার), কারো মতে- এটা হযরত জিবরাঈলের (আ) চিৎকার ছিল। কারো মতে- এ চিৎকার আসমান থেকে এসেছিল। যাতে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৯) ঃ ان جاء بعجل حنيذ - (ভুনা করা গোবৎস আনলেন) হযরত ইব্রাহীম (আ) অতিথিপরায়ন ছিলেন। তাঁর কাছে যে ফিরিশতাগণ এসেছিলেন তারা মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে মেহমান ধারণা করে ভুনাকৃত গো বৎসের ব্যবস্থা করেছিলেন। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭০) ঃ منهم خيفة - (তাদের থেকে আশংকার অনুভব করল) সে যুগে যদি কেউ কারো সাথে অসৎ আচরণের নিয়ত করত তবে সে ব্যক্তি খানা খেত না। যখন তারা খানা খেলনা, তখন ইব্রাহীম (আ)-এর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। ফিরিশতাগণ তখন বললেন, ভয় কর না আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (তাঃ কাদেরী)

وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧٢﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا

ওয়া মিও ওয়ারা— য়ি ইসহা-ক্বা ইয়া'কূব। ৭২। ক্বা-লাত্ ইয়া- ওয়াইলাতা~আ আলিদু ওয়া আনা আজূযুওঁ ওয়া হা-যা-

ইসহাক ও ইসহাকের পশ্চাদ্বর্তী ইয়াকুব সম্পর্কে সুসংবাদ জানালাম। (৭২) তিনি বললেন, হায় আফসোস! আমি সন্তান ধারণ করব? আমিতো বৃদ্ধা এবং

بَعْلِىْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٣﴾ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ

বা'লী শাইখা-; ইন্না হা-যা- লাশাইউন 'আজীব। ৭৩। ক্বা-লূ~আতা'জাবীনা মিন্ আম্‌রিল্লা-হি রাহ্মাতু

আমার এ স্বামীও বৃদ্ধ, নিঃসন্দেহে এ এক বিস্ময়কর বিষয়। (৭৩) তাঁরা বললেন, তুমি কি আল্লাহর কার্য সম্পাদনে আশ্চর্যান্বিত

اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ

ল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ 'আলাইকুম্ আহ্‌লাল্ বাইত; ইন্নাহূ হ্বামীদুম মাজ্বীদ। ৭৪। ফালাম্মা- যাহাবা 'আন

হচ্ছ? হে নবী পরিবার! আল্লাহর রহমত ও বরকত তোমাদের উপর রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব প্রশংসিত ও মহা মহীয়ান। (৭৪) অনন্তর যখন ইব্রাহীমের সে

اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٥﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ

ইব্‌রা-হীমার রাও'উ ওয়া জ্বা—আত্‌হুল্ বুশ্‌রা- ইউজ্বা-দিলুনা- ফী ক্বাওমি লূত্ব। ৭৫। ইন্না ইব্‌রাহীমা

আশংকা দূরীভূত হল এবং তাঁর সুসংবাদ এসে পৌছল (তখন) সে আমার (ফিরিশতাদের) সাথে লূত সম্প্রদায় সম্পর্কে বদানুবাদে লিপ্ত হল। (৭৫) নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলেন

لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٦﴾ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ

লাহ্বালীমুন আওওয়াহুম মুনীব। ৭৬। ইয়া~ইব্‌রা-হীমু আ'রিদ্ব 'আন্ হা-যা, ইন্নাহূ ক্বাদ্ জ্বা—আ আমরু রাব্বিক,

ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহমুখী (৭৬) হে ইব্রাহীম! এসব থেকে নিবৃত্ত হও, নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গেছে। আর অবশ্যই তাদের প্রতি আসছে

وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٧﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ

ওয়া ইন্নাহুম আ-তীহিম্ 'আযা-বুন গাইরু মারদূদ। ৭৭। ওয়া লাম্মা—জ্বা- আত্ রুসুলুনা- লূত্বান সী~আ বিহিম্

এমন শাস্তি, যা অপ্রতিরোধ্য। (৭৭) আর যখন আমার ফিরিশতারা লূতের নিকট আসলেন, তখন তাদের আসার কারণে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٨﴾ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ۗ

ওয়া দ্বা-ক্বা বিহিম্ যার'আওঁ ওয়া ক্বা-লা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আস্বীব। ৭৮। ওয়াজ্বা— আহূ ক্বাওমুহূ ইউহ্‌রা'উনা ইলাইহ;

এবং তাদের হেফাজতের ব্যাপারে সংকটে পড়ে গেলেন এবং বললেন, এ দিনটি বড়ই কঠিন। (৭৮) তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট দ্রুত ছুটে আসল

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۗ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ

ওয়া মিন্ ক্বাব্‌লু কা-নূ ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিআ-ত; ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি হা~উলা~য়ি বানা-তি হুন্না আত্বহারু লাকুম্

এবং পূর্ব থেকেই তারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা। এরাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র। অনন্তর

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭২) ঃ ......انا عجوز - (আমি বৃদ্ধা ..) সে সময়ে ইব্রাহীমের (আ) স্ত্রীর বয়সছিল নিরানব্বই বছর। আর ইব্রাহীমের (আ) বয়স ছিল একশ বিশ বছর, অথবা একশত বার বছর। (তাঃ কাঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৩) ঃ اهل بيت - (আহলে বাইত) দ্বারা ইব্রাহীমের (আ) স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৪) ঃ يجادلنا - আমার সাথে বাদানুবাদ করেছিল) অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) ফিরিশতাগণকে বলেছিলেন যে, যে জনপদ ধ্বংস করতে যাচ্ছেন সেখানে লূত (আ)ও বিদ্যমান। তখন ফিরিশতাগণ বললেন, "তা আমরা জানি যে লূত (আ) সেখানে থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁকে ও তাঁর লোকজনকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে নিব। (কুঃ কারীম)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৭৮) ঃ هؤلاء بناتى - (এরা আমার কন্যা) অর্থাৎ, নবী নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য। তাই তিনি তাদেরকে নিজের কন্যা বলেছেন। (কুঃ কারীম)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٩﴾ قَالُوا

ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া লা- তুখযূনি ফী দ্বাইফী; আলাইসা মিন্‌কুম রাজুলুর্ রাশীদ। ৭৯। ক্বা-লূ

আল্লাহকে ভয় কর আর আমার মেহমানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমাকে লাঞ্ছিত কর না। কোন সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি কি তোমাদের মধ্যে নেই? (৭৯) তারা বলল,

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٨٠﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي

লাক্বাদ্ 'আলিম্‌তা মা- লানা- ফী বানা-তিকা মিন্ হাক্বক্ব, ওয়া ইন্নাকা লাতা'লামু মা- নুরীদ। ৮০। ক্বা-লা লাও আন্না লী

আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে, আমাদেরতো এই কন্যাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা আপনি অবশ্যই জানেন। (৮০) তিনি বললেন, তোমাদের উপর

بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨١﴾ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا

বিকুম কুওওয়াতান আও আ-ওয়ী- ইলা- রুকনিন শাদীদ্। ৮১। ক্বা-লূ ইয়া- লূতু ইন্না- রুসুলু রাব্বিকা লাঁই ইয়াস্বিলূ~

যদি আমার ক্ষমতা থাকত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভে আশ্রয়স্থল পেতাম! (৮১) ফিরিশতারা বলল, হে লূত! নিঃসন্দেহে আমরা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত। তারা কখনো

إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ

ইলাইকা ফাআস্‌রি বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব'ইম্‌মিনাল্লাইলি ওয়ালা- ইয়াল্‌তাফিত মিন্‌কুম্ আহাদুন্ ইল্লাম্‌রাআতাক;

আপনার কাছে পৌছতে পারবে না। সুতরাং আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রাতের কোন এক অংশে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনার মধ্যে কেউ যেন পেছনে না

إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝

ইন্নাহূ; মুস্বীবুহা- মা- আস্বা-বাহুম; ইন্না মাও'ইদাহুমু স্বস্বুব্হু ; আলাইসাস্ব্ স্বুব্হু বিক্বারীব।

তাকায় আপনার স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার উপরও সে আপদ পৌছবে যা অন্যদের উপর পৌছবে। নিশ্চয়ই তাদের (শাস্তির) প্রতিশ্রুতির সময় সকাল। সকাল কি নিকটবর্তী নয়?

অর্ধাংশ

﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

৮২। ফালাম্মা- জ্বা—আ আম্‌রুনা- জ্বা'আল্‌না- 'আ-লিইয়াহা- সা-ফিলাহা- ওয়া আম্‌ত্বারনা- 'আলাইহা- হ্বিজ্বা-রাতাম্ মিন্ সিজ্জ্বীলিম

(৮২) যখন আমার নির্দেশ আসল, আমি সে ভূ-খণ্ডটি উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর অবিরামভাবে শক্ত প্রস্তর খণ্ড

রুকূ ৭

مَنْضُودٍ ﴿٨٣﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ

মান্‌দ্বূদ। ৮৩। মুসাওওয়ামাতান্ 'ইনদা রাব্বিক; ওয়া মা- হিয়া মিনাষ্ব যা-লিমীনা বিবা'ঈদ। ৮৪। ওয়া ইলা- মাদইয়ানা

বর্ষণ করলাম। (৮৩) যা আপনার প্রতিপালক কর্তৃক চিহ্নিত করা ছিল এবং সে জনপদ এ অত্যাচারীদের হতে মোটেই দূরে নয়। (৮৪) আমি মাদইয়ান শহরের

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا

আখা-হুম শু'আইবা-; ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি'বুদূল্লা-হা মা- লাকুম মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহ; ওয়ালা- তানক্বুস্বুল্

অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং

✪ টীকা (আঃ ৮০) ঃ অর্থাৎ লূত (আ) পরিশেষে নিতান্ত অপরাগ হয়ে বলতে লাগলেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তবে আমি তোমাদের কদাচার দমন করতাম, অথবা কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম। অর্থাৎ আমার স্বগোত্রীয় লোক থাকলে তারা আমার সাহায্য করত। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৮১) ঃ আপনার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করার সামর্থ্যও তাদের হবে না। আমরা তো এখনই তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছি। (বঃ কোঃ)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৩) ঃ مسومة - (চিহ্নিত) পাথরগুলো বিশেষ চিহ্নিত ছিল। কারো মতে, পাথরগুলো সাদা এবং তার উপর কালো ফোঁটা দেয়া ছিল, কারো মতে, সেগুলো কালো এবং তার উপর সাদা ফোঁটা ছিল। অন্য এক মতে, পাথর যে ব্যক্তির উপর আঘাত করবে উহাতে তার নাম লিখা ছিল। (তাঃ কাদেরী)

هي - দ্বারা চিহ্নিত পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের উপর বর্ষিত হয়েছে। অথবা ধ্বংসকৃত জনপদটিকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

মিক্ইয়া-লা ওয়াল্ মীযা-না ইন্নী~আরা-কুম্ বিখাইরিওঁ ওয়া ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা

তোমরা মাপে ও ওজনে কমতি কর না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ঐশ্বর্যশালী অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমি তোমাদের বেষ্টনকারী

يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

ইয়াওমিম মুহীত্ব। ৮৫। ওয়া ইয়া- ক্বাওমি আওফুল্ মিক্ইয়া-লা ওয়াল্ মীযা-না বিল্ক্বিসত্বি ওয়া লা- তাবখাসু

দিবসের শাস্তির ভয় করছি। (৮৫) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়ভাবে মাপবে ও ওজন করবে এবং লোকদেরকে তাদের

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ

না-সা আশ্ইয়া—আহুম্ ওয়া লা- তা'ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফসিদীন। ৮৬। বাক্বিয়্যাতুল্লা-হি খাইরুল্লাকুম

প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা ঘটাবে না। (৮৬) আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ

ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন, ওয়া মা আনা 'আলাইকুম বিহ্বাফীয্। ৮৭। ক্বা-লূ ইয়া- শু'আইবু আস্বালা-তুকা

তোমরা মুমিন হও। আর আমি তোমাদের হেফাজতকারী নই। (৮৭) তারা বলল, হে শো'আইব! আপনার সালাত (ইবাদাত) আপনাকে কি এ নির্দেশ দেয় যে, আমাদের

تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ

তা'মুরুকা আন্নাত্রুকা মা- ইয়া'বুদু আ-বা— উনা ~আও আন্ নফ্'আলা ফী~আমওয়া-লিনা- মা- নাশা—উ;

পিতৃপুরুষ যাদের উপাসনা করেছে তাদেরকে আমরা বর্জন করব অথবা আমরা আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে ইচ্ছামত যা করছি তাও করা ছেড়ে দেব?

إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

ইন্নাকা লাআন্তাল্ হ্বালীমুর রাশীদ। ৮৮। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি আরাআইতুম ইন্ কুন্তু 'আলা- বাইয়্যিনাতিম

নিশ্চয় আপনি ধৈর্যশীল, ন্যায় পরায়ন। (৮৮) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি বল! যদি আমি আমার প্রতিপালক হতে প্রেরিত দলীলের উপর কায়েম থাকি এবং

مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ

মির্ রাব্বী ওয়া রাযাক্বানী মিন্হু রিযক্বান হ্বাসানা-; ওয়া মা~উরীদু আন্ উখা-লিফাকুম্ ইলা- মা~আন্হা-কুম্

তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক (নবুওয়াত) দান করে থাকেন (তবে এ দায়িত্ব কি পালন করব না?) আর আমি চাইনা যে তোমাদের বিপরীত সে সমস্ত

عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ

'আন্হু ; ইন্ উরীদু ইল্লাল্ ইস্বলা-হ্বা মাসতাত্বা'তু ; ওয়ামা- তাওফীক্বী~ইল্লা- বিল্লা-হ্;

কাজ করি যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। আমার ইচ্ছাতো শুধু তোমাদেরকে আমার সাধ্যানুযায়ী সংশোধন করা। আমার যা তাওফীক হয় তা একমাত্র আল্লাহর সাহায্য

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم

'আলাইহি তাওক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। ৮৯। ওয়া ইয়া ক্বাওমি লা- ইয়াজ্রিমান্নাকুম্ শিক্বা-ক্বী~আই ইউস্বীবাকুম্

দ্বারাই হয়ে থাকে। তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (৮৯) হে আমার সম্প্রদায়! এমন যেন না হয় যে, আমার প্রতি তোমাদের শত্রুতা এর কারণ না

مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم

মিছলু মা~আস্বা-বা ক্বাওমা নূহিন আও ক্বাওমা হূদিন্ আও ক্বাওমা স্বা-লিহ্; ওয়া মা- ক্বাওমু লূত্বিম্ মিন্কুম

হয় পড়ে যাতে তোমাদের উপর (শাস্তি) এসে পৌছে, যেমন পৌছেছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর বা হূদের সম্প্রদায়ের উপর বা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর। আর লূত সম্প্রদায় তো তোমাদের

بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

বিবা'ঈদ। ৯০। ওয়াস্তাগ্ফিরূ রাব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ~ইলাইহ ; ইন্না রাব্বী রাহীমুওঁ ওয়াদূদ।

থেকে বেশী দূরে নয়। (৯০) আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দয়ালু, অতি প্রেমময়।

﴿٩١﴾ قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا

৯১। ক্বা-লূ ইয়া- শু'আইবু মা- নাফ্ক্বাহু কাছীরাম মিম্মা- তাক্বূলু ওয়া ইন্না- লানারা-কা ফীনা- দ্বা'ঈফা, ওয়া লাওলা-

(৯১) তারা বলল, হে শো'আইব! আপনার অনেক কথাই আমাদের বুঝে আসেনা এবং আমরাতো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখছি। যদি আপনার স্বজনবর্গের খেয়াল না

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩٢﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ

রাহ্ত্বুকা লারাজাম্না-কা ওয়ামা~আন্তা 'আলাইনা -বি'আযীয। ৯২। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি আরাহ্ত্বী~আ 'আযযু

হত, তবে অবশ্যই আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আর আপনি আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নন। (৯২) তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের

عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ

আ'লাইকুম মিনাল্লা-হ্; ওয়াত্তাখাযতুমূহু ওয়ারা—আকুম্ জিহ্রিয়্যা; ইন্না রাব্বী- বিমা- তা'মালূনা

কাছে আমার গোত্রের লোক কি আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে একেবারে পেছনে ফেলে রেখেছ। তোমরা যাই কর আমার প্রতিপালক তা বেষ্টন করে

مُحِيطٌ ﴿٩٣﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن

মুহীত্ব। ৯৩। ওয়া ইয়া-ক্বাওমি' মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী-'আ-মিল; সাওফা তা'লামূনা মাই

আছেন। (৯৩) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করছি। অতিশীঘ্রই তোমরা জানতে

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٤﴾

ইয়া'তীহি 'আযা-বুই ইউখযীহি ওয়া মান্ হুওয়া কা-যিব ; ওয়ার্তাক্বিবূ~ইন্নী মা'আকুম্ রাক্বীব।

পারবে, কার উপর অপমানজনক শাস্তি আসবে এবং আর কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতিক্ষা করছি।

﴿٩٤﴾ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ

৯৪। ওয়া লাম্মা- জা—আ আম্রুনা- নাজ্জাইনা- শু'আইবাওঁ ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরাহ্মাতিম্ মিন্না- ও'য়া আখাযাতিল্লাযীনা

(৯৪) যখন আমার নির্দেশ এসে পৌছল, (তখন) আমি আমার বিশেষ করুণায় শো'আইবকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমার অনুগ্রহে নাজাত দিলাম। আর

ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩٥﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۗ

জ্বালামুস্ব স্বাইহাতু ফাআস্বাহূ ফী দিয়া-রিহিম্ জা-ছিমীন। ৯৫। কাআল্লাম ইয়াগ্নাও ফীহা-;

যারা অত্যাচার করেছিল, তাদেরকে এক (ভয়ানক) আওয়াজ পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) মনে হয় যেন তারা সে গৃহে কখনো অবস্থান

أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ۝٩٦ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ

আলা বু'দাল্লিমাদ্ইয়ানা কামা- বা'ইদাত্ ছামূদ। ৯৬। ওয়া লাক্বাদ্ আর্সাল্না- মূসা- বিআ-ইয়াতিনা- ওয়া সুল্ত্বা-নিম্

করেনি। জেনে রেখ! মাদইয়ানবাসীদের জন্য ধ্বংসই পরিণাম, যেমনি ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়! (৯৬) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণ

مُّبِينٍ ۝٩٧ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

মুবীন। ৯৭। ইলা- ফির্'আওনা ওয়া মালায়িহী ফাত্তাবা'উ~আম্রা ফির্'আওন, ওয়া মা- আম্রু ফির্'আওনা বিরাশীদ।

সহ প্রেরণ করেছিলাম, (৯৭) ফিরআউন এবং তার পরিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুম অনুসরণ করল, অথচ ফিরাউনের কোন হুকুম সঠিক ছিল না।

۝٩٨ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۝٩٩ وَأُتْبِعُوا

৯৮। ইয়াক্বদুমু ক্বাওমাহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফাআওরাদাহুমুন্না-র, ওয়া বি'সাল ওয়িরদুল মাওরূদ। ৯৯। ওয়া উত্বি'উ

(৯৮) সে (ফিরাউন) কিয়ামতের দিন তার দলের অগ্রভাবে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং তাদের প্রবেশস্থল কতইনা নিকৃষ্ট। (৯৯) এ পৃথিবীতেও তাদের

فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝١٠٠ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ

ফী হা-যিহী লা'নাতাওঁ ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ; বি'সার্ রিফদুল্ মারফূদ। ১০০। যা-লিকা মিন্ আম্বা—ইল্

উপর লা'নত লেগে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও তাদের উপর লা'নত লেগে থাকবে। কতইনা নিকৃষ্ট তাদের পুরস্কার! (১০০) এ ছিল সে জনপদসমূহে কিছু ঘটনাবলী

الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝١٠١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا

ক্বুরা- নাক্বুস্সুহূ 'আলাইকা মিন্হা ক্বা—য়িমুঁও ওয়া হ্বাস্বীদ। ১০১। ওয়া মা- য্বালাম্না-হুম্ ওয়ালা-কিন্ য্বালামূ~

যা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। তার মধ্যে কিছু এখনো বাকী আছে এবং অন্য সব নির্মূল হয়ে গেছে। (১০১) আমি তাদের উপর কোনই অত্যাচার করিনি, কিন্তু

أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا

আন্ফুসাহুম ফামা~আগ্নাত্ 'আন্হুম আ-লিহাতুহুমুল্লাতী ইয়াদ্'উনা মিন দূনিল্লা-হি মিন্ শাইয়িল্ লাম্মা-

তারাই তাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তাদের মা'বুদগুলো তাদেরকে কোনই উপকার করতে পারে নি, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা উপাসনা করেছিল, যখন

جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۝١٠٢ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

জ্বা- আ আম্রু রাব্বিক; ওয়া মা- যা-দূহুম গাইরা তাত্বীব। ১০২। ওয়া কাযা-লিকা আখ্যু রাব্বিকা ইযা-

এসে পৌছল আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ। ধ্বংস ব্যতীত তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি পেলনা। (১০২) আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এভাবেই হয়। যখন তিনি জনপদ

أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝١٠٣ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

আখাযাল্ ক্বুরা- ওয়া হিয়া য্বা-লিমাহ ; ইন্না আখ্যাহূ- আলীমুন শাদীদ। ১০৩। ইন্না ফী যা-লিকা লা- আ-ইয়াতাল

সমূহকে পাকড়াও করেন এমতাবস্থায় যখন তারা অত্যাচারী হয়ে উঠে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। (১০৩) নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে পরকালের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১০০) ঃ قائم – অর্থ যার চিহ্ন যখন বাকী আছে এবং দেখা যায়। যেমন আদ ও সামূদের শহরে। حصيد – অর্থ যার চিহ্ন দেখা যায় না, ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন নূহের (আ) শহর। (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ১০০) ঃ যেমন মিসর, তথায় ফেরআউনের প্রাসাদসমূহের ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে। ✪ টীকা (আঃ ১০১) ঃ আল্লাহ বলেন, আমি যে এই জনপদসমূহের বাসিন্দাগণকে দণ্ডিত করেছি, তাতে আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করি নি। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর শাস্তিযোগ্য অত্যাচার করেছে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১০৩) ঃ উপদেশ লাভের সূত্র এই যে, ইহকাল চূড়ান্ত কর্মফল ভোগের স্থান নয়; তথাপি এখানকার শাস্তি যখন এত কঠিন, তখন কর্মফল ভোগের স্থান আখেরাতের শাস্তি যে আরও ভীষণ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? (বঃ কোঃ)

لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ

লিমান্ খা-ফা 'আযা-বাল্ আ-খিরাহ, যা-লিকা ইয়াওমুম্ মাজ্মূ'উল লাহুন্না-সু ওয়া যা-লিকা
শাস্তিকে যে ভয় করে তার জন্য। এটা সেদিন, যেদিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং এটা সেদিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত

يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ

ইয়াওমুম মাশহূদ। ১০৪। ওয়ামা- নুওয়াখ্খিরুহূ~ইল্লা-লি আজালিম মা'দূদ। ১০৫। ইয়াওমা ইয়া'তি লা- তাকাল্লামু
করা হবে। (১০৪) আমি উহাতে (কিয়ামত ঘটাতে) নির্দিষ্ট একটি সময় আছে বলেই বিলম্ব করছি। (১০৫) যখন সেদিন এসে যাবে তখন কেউ আল্লাহর

نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ

নাফ্সুন্ ইল্লা- বিইয্নিহ, ফামিন্হুম শাক্বীইইওঁ ওয়া সায়ী'দ। ১০৬। ফাআম্মাল্লাযীনা শাকূ ফাফিন্না-রি
অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না, আর তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা আর কেউ হবেন সৌভাগ্যবান। (১০৬) যারা দুর্ভাগা হবে তারা জাহান্নামে যাবে,

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا

লাহুম্ ফীহা- যাফীরুওঁ ওয়া শাহীক্ব। ১০৭। খা-লিদীনা ফীহা- মা- দা-মাতিস্ সামাওয়া-তু ওয়াল্ আরদ্বু ইল্লা-
সেখানে তাদের জন্য রয়েছে আর্তনাদ ও চীৎকার। (১০৭) সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আপনার

مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي

মা- শা— আ রাব্বুক; ইন্না রাব্বাকা ফা'য়্যালুল্লিমা- ইউরীদ। ১০৮। ওয়া আম্মাল্লাযীনা সু'ঈদূ ফাফিল
প্রতিপালক যদি কিছু ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন কথা। আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা-ই করেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে

الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ

জান্নাতি খা-লিদীনা ফীহা- মা- দা-মাতিস্সামা-ওয়া-তু ওয়াল্ আরদ্বু ইল্লা- মা- শা—আ রাব্বুক;
জান্নাতে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী কায়েম থাকবে। কিন্তু আপনার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন কথা এবং এটা

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ

'আত্বা-আন্ গাইরা মাজ্যূয। ১০৯। ফালা- তাকু ফী মির্ইয়াতিম মিম্মা- ইয়া'বুদু হা~উলা~ই, মা-ইয়া'বুদূনা
হবে অফুরন্ত দান। (১০৯) অতএব তারা যাদের উপসনা করে তাদের ব্যাপারে আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকবেন না। তাদের উপসনা

اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾ ع

রুকূ' ৯ ১৪ ৯

ইল্লা- কামা- ইয়া'বুদু আ-বা—উহুম্ মিন্ ক্বাব্‌ল; ওয়া ইন্না- লামুওয়াফ্ফূহুম নাস্বীবাহুম্ গাইরা মান্‌কূস্ব।
করা এরূপ, যেরূপ তাদের পিতৃ পুরুষগণ ইতিপূর্বে উপসনা করত। আর আমি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য কমতি ছাড়া-ই পূর্ণভাবে দিয়ে দেব।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৭) ঃ خلدين فيها - আরবে এ বাক্যটি স্থায়ীভাবে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

○ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ "যে পর্যন্ত আসমান ও জমীন (ঠিক) থাকে' তা আমাদের প্রচলিত কথারই অনুরূপ ফরমায়েছেন। এর মর্ম হচ্ছে "সর্বদাই"।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৮) ঃ غير مجذوذ এর অর্থ– অবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এমন পুরস্কার যা শেষ হবার নয়।

○ টীকা (আঃ ১০৯) ঃ মানব-স্বভাবের দরুন আপনি সন্ধিহান না হন যে, কেন এত অধিক প্রতিমাপূজা হচ্ছে, এত অধিক সংখ্যক লোক এই ভুল কাজে কি প্রকারে একমত হল? আল্লাহ অগ্রে বুঝিয়ে দিয়েছেন– এ সব লোক মেষপালের মত একে অন্যের অন্ধ তক্‌লীদ করে আসছে।

۞ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

১১০। ওয়া লাক্বাদ আ-তাইনা- মূসাল কিতা-বা ফাখ্‌তুলিফা ফীহ্; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন সাবাক্বাত মির্‌রাব্বিকা

(১১০) নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি। অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বে ঘোষণা (ফয়সালা) না থাকত,

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١١﴾ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম; ওয়া ইন্নাহুম লাফী শাক্‌কিম্ মিন্‌হু মুরীব। ১১১। ওয়া ইন্না কুল্লাল্লাম্মা- লাইউওয়াফ্‌ফিয়ান্নাহুম

তবে তাদের মাঝে অবশ্যই মীমাংসা হয়ে যেত। আর তারা এতে দ্বিধাযুক্ত সন্দেহে রয়েছে। ১১১। অবশ্যই আপনার প্রতিপালক প্রত্যেককে তাদের আমলসমূহের পুরোপুরি

رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١٢﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ

রাব্বুকা আ'মা-লাহুম; ইন্নাহু বিমা- ইয়া'মালূনা খাবীর। ১১২। ফাস্তাক্বিম কামা~উমিরতা ওয়ামান

প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় তারা যা করে তিনি সে ব্যাপারে পূর্ণ খবর রাখেন। (১১২) অতএব আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে দৃঢ় থাকুন এবং যারা

تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٣﴾ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ

তা-বা মা'আকা ওয়ালা- তাত্বগাও; ইন্নাহু বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ১১৩। ওয়া লা- তারকানূ~ইলাল্লাযীনা

আপনার সাথে ঈমান এনেছে তারাও (যেন থাকে) আর সীমা অতিক্রম করনা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর সব কিছু দেখেন। (১১৩) আর তোমরা অত্যাচারীদের প্রতি

ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

যালামূ ফাতামাস্‌সাকুমুন্‌না-রু ওয়ামা- লাকুম মিন্ দূনিল্লাহি মিন্ আওলিয়া—আ ছুম্মা লা-তুন্‌স্বারূন।

ঝুঁকে পড় না। অন্যথায় তোমাদেরকে অগ্নিস্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

﴿١١٤﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ

১১৪। ওয়া আক্বিমিস্ব স্বালা-তা ত্বারাফায়িন্‌নাহা-রি ওয়া যুলাফাম্ মিনাল্লাইল; ইন্নাল্ হ্বাসানা-তি ইউযহিব্‌নাস

(১১৪) আর তোমরা যথাযথভাবে সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথম ভাগে। নিশ্চয় নেক আমল মিটিয়ে দেয়

السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٥﴾ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

সাইয়্যিআত; যা-লিকা যিক্‌রা- লিয্‌যা-কিরীন। ১১৫। ওয়াস্বিবির্ ফাইন্নাল্লা-হা লা- ইউদ্বী'উ আজ্‌রাল্

খারাপ আমলকে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এ এক উপদেশ। (১১৫) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের প্রতিদান মোটেই নষ্ট

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٦﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ

মুহ্বসিনীন। ১১৬। ফালাও লা- কা-না মিনাল্ কুরূনি মিন্ ক্বাব্‌লিকুম উলূ বাক্বীয়্যাতিঈঁ ইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্

করবেন না। (১১৬) সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এমন ভাল লোক ছিল না– যারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে বাধা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১০) ঃ ولولا كلمة - এ আয়াতের অর্থ যদি আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই তাদের জন্য শাস্তি দেয়ার একটি সময় নির্ধারিত না করে রাখতেন, তবে ঝটপট তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১১৪) ঃ اقم الصلوة - দিনের প্রথমভাগের সালাত ফজর এবং দিনের শেষ ভাগের সালাত, জোহর ও আসর। রাতের প্রথমভাগের সালাত মাগরিব ও এশা। (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ১১৪) ঃ "দিনের দুই প্রান্ত" অর্থে কেউ কেউ ফজরের ও আছরের নামায বলেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, "দুই প্রান্ত" বলতে দিনের দু'টি অংশ বুঝায়। প্রথম অংশে ফজরের নামায, আর দ্বিতীয় অংশে যোহর ও আছরের নামায। আর রাত্রির অংশে রয়েছে মাগরেব ও এশার নামায। এই দ্বিতীয় অর্থে আয়াতটিতে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। আর প্রথম অর্থে যোহর ব্যতীত চার ওয়াক্তের নামাযের উল্লেখ রয়েছে এবং সূরায়ে রূমের ১৮নং আয়াতের 'হীনা তুয্‌হিরূন' শব্দে যোহরের উল্লেখ রয়েছে। (বঃ কোঃ)

الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

ফাসা-দি ফিল্ আরদ্বি ইল্লা- ক্বালীলাম মিম্মান্ আন্‌জ্বাইনা- মিন্‌হুম, ওয়াত্তাবা'আল্‌লাযীনা যালামূ
প্রদান করত, শুধু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে নাজাত দিয়েছিলাম। আর অত্যাচারীরা তারই অনুসরণ

مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٧﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ

মা~উত্‌রিফূ ফীহি ওয়া কা-নূ মুজ্‌রিমীন। ১১৭। ওয়ামা- কা-না রাব্বুকা লিইউহ্‌লিকাল কুরা- বিয্‌লমিওঁ
করত যার মধ্যে বিলাসিতা পেত এবং তারা ছিল পাপী। (১১৭) আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ সেখানকার বাসিন্দারা

وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ

ওয়া আহ্‌লুহা- মুস্‌লিহূন। ১১৮। ওয়া লাও শা—আ রাব্বুকা লাজ্বা'আলান্ না-সা উম্মাতাওঁ ওয়াহিদাতাওঁ ওয়ালা- ইয়াযা-লূনা
হবে নেককার। (১১৮) যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে সব মানুষকে একই দলে শামিল করে দিতে পারতেন। তারাতো সর্বদা পারস্পরিক বিভেদ করতেই

مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٩﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ

মুখ্‌তালিফীন। ১১৯। ইল্লা- মার্ রাহিমা রাব্বুক; ওয়া লিযালিকা খালাক্বাহুম; ওয়া তাম্মাত্ কালিমাতু রাব্বিকা
থাকবে। (১১৯) তবে তারা ব্যতীত, যাদের উপর আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেছেন, আর তাদেরকেতো সে উদ্দেশ্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এবং আপনার প্রতিপালকের

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٠﴾ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

লাআম্‌লাআন্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্না-সি আজ্‌মা'ঈন। ১২০। ওয়া কুল্লান্ নাকুস্সু 'আলাইকা মিন্ আম্‌বা—য়ির্
একথাও পূর্ণ হবে যে, "আমি জ্বীন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ করব"। (১২০) আমি রাসূলগণের সকল অবস্থা আপনার

الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ

রুসুলি মা- নুছাব্বিতু বিহী ফুওয়াদাক, ওয়া জ্বা~আকা ফী হা-যিহিল হাক্কু ওয়া মাও'ইজ্বাতুওঁ ওয়া যিক্‌রা-
কাছে বর্ণনা করি আপনার অন্তরকে দৃঢ় করার জন্য, এবং এর মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য বিষয় এসেছে এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَامِلُونَ ○

লিলমু'মিনীন। ১২১। ওয়া কুল্ লিল্লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা'মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম; ইন্না- 'আ-মিলূন।
ও সাবধান বাণী। (১২১) আর যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের মতে কাজ করে যাও, আমরাও আমাদের মতে কাজ করছি।

﴿١٢٢﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ

১২২। ওয়ান্‌তাজিরূ ইন্না- মুন্‌তাজিরূন। ১২৩। ওয়ালিল্লা-হি গাইবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়া ইলাইহি ইউরজ্বা'উল
(১২২) তোমরা প্রতিক্ষা কর আমরাও প্রতিক্ষা করছি। (১২৩) আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং তাঁর নিকটেই সকল বিষয়ের

○ **টীকা (আঃ ১১৭) ঃ** সারকথা এই যে, তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নাফরমানী চলছিল এবং বাধা দানের মত লোকও ছিল না। কাজেই শাস্তিও ব্যাপকভাবে আসল। তারা সকলে কাফির হলেও যদি কিছু সংখ্যক লোক এই অনাচার প্রতিরোধ করত, তবে কুফরীর জন্য শাস্তি ব্যাপকভাবে আসত না। আর যারা অনাচারও করেছে, তাদের জন্য স্বতন্ত্ররূপে আযাব আসত; কিন্তু এখন বাধা না দেয়ায় সকলের প্রতিই সমান আযাব আসছে। (বঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ১২০) ঃ** কোরআনের সমস্ত আয়াতেরই অবিচ্ছেদ্য গুণ। তদুপরি এ আয়াতগুলোতে অতিরিক্ত গুণ এই যে, তা শ্রোতামণ্ডলীর জন্য উপদেশ এবং স্মৃতি বিজড়িত। অতএব, এ আয়াতগুলো উপদেশ হিসাবে শ্রোতাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করছে এবং স্মারক হিসাবে তাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের কর্ম পন্থা পেশ করছে। (বঃ কোঃ)

الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

আমরু কুল্লুহূ ফা'বুদ্‌হু ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাইহ; ওয়ামা- রাব্বুকা বিগা-ফিলিন 'আম্মা- তা'মালূন।
প্রত্যাবর্তন। অতএব তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর উপরই ভরসা কর। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয় আল্লাহ বেখবর নন।

সূরা ইয়ূসুফ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

১। আলিফ লা~ম রা- তিলকা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন। ২। ইন্না~আন্যাল্না-হু কুরআ-নান 'আরাবিয়্যাল লা'আল্লাকুম
(১) আলিফ লা– ম রা–; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (২) নিশ্চয় আমি এ কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। যাতে

تَعْقِلُوْنَ ۝٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا

তা'ক্বিলূন। ৩। নাহ্নু নাকুস্সু 'আলাইকা আহ্সানাল্ ক্বাস্বাস্বি বিমা-আওহাইনা~ইলাইকা হা-যাল্
তোমরা বুঝতে পার। (৩) ওহীর মাধ্যমে আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি এই কুরআন প্রেরণ করতঃ,

الْقُرْاٰنَ ۚ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٣ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ

কুরআ-ন, ওয়া ইন কুন্তা মিন্ ক্বাব্লিহী লামিনাল্ গা-ফিলীন। ৪। ইয ক্বা-লা ইউসুফু লিআবীহি
এবং এর পূর্বে আপনি এ বিষয় অনবহিত ছিলেন। (৪) যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন,

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ

ইয়া~আ-বাতি ইন্নী রাআইতু আহ্দা 'আশারা কাওকাবাঁও ওয়াশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা রাআইতুহুম্ লী সা-জ্বিদীন।
হে আব্বাজান! নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি, তারা আমাকে সিজদা করছে।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ

৫। ক্বা-লা ইয়া- বুনাইয়্যা লা- তাক্বাস্বুস্ব রু'ইয়া-কা 'আলা~ইখ্ওয়াতিকা ফাইয়াকীদূ লাকা কাইদা-; ইন্নাশ্ শাইত্বা-না
(৫) তিনি বললেন, হে আমার ছেলে! তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করনা। হতে পারে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।

لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ

লিল্ ইন্সা-নি 'আদুওওম্ মুবীন। ৬। ওয়া কাযা-লিকা ইয়াজ্তাবীকা রাব্বুকা ওয়া ইউ'আল্লিমুকা মিন্ তা'ওয়ীলিল্
নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (৬) এভাবে তোমাকে তোমার প্রতিপালক মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের তাৎপর্য শিখাবেন এবং নিজ

✪ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কতিপয় সাহাবী হুযূর (সা)-এর সমীপে এসে কিছু শুনতে চাইলে তখন সূরা-ইউসুফ নাযিল হয়। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেছেন, ইহুদীরা পরীক্ষামূলকভাবে হুযূর (সা)-কে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনা জিজ্ঞাসা করলে এই সূরাটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩) ঃ এতে পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট কতিপয় বিষয়ের সমাবেশ হচ্ছে। এ জন্য এটাকে 'আহ্সানুল কাছাছ' বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪) ঃ انى رايت - মুফাচ্ছিরগণ বলেন, এগারটি তারকা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত ইউসুফের (আ) এগার ভাইকে এবং চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা তাঁর পিতা ও মাতাকে বুঝানো হয়েছে এবং স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়েছে চল্লিশ অথবা আশি বছর পর। যখন সে এগার ভাই পিতা-মাতাসহ মিশর গিয়েছিল এবং সেখানে সে ভাইয়েরা ইউসুফের (আ) সামনে সিজদায় পড়েছিল। (কুঃ কারীম)

الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ

আহা-দীছি ওয়া ইউতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকা ওয়া 'আলা~আ-লি ইয়া'কূবা কামা~আতাম্মাহা- 'আলা ~আবাওয়াইকা

নেয়ামত দ্বারা তোমাকে পরিপূর্ণ করবেন এবং ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতিও তার অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এর পূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ

১ ৩ ১১ রুকূ

مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑦ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ

মিন্ ক্বাবলু ইবরা-হীমা ওয়া ইসহা-ক্ব; ইন্না রাব্বাকা 'আলীমুন হাকীম। ৭। লাক্বাদ্ কা-না ফী ইউসুফা

ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপরও তা পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (৭) নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের

وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ⑧ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا

ওয়া ইখওয়াতিহী~আ-ইয়া-তুল লিস্ সা ~য়িলীন। ৮। ইয ক্বা-লূ লাইউসুফু ওয়া আখূহু আহাব্বু ইলা~আবীনা-

কাহিনীতে প্রশ্নকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) স্মরণ করুন! যখন তারা বলেছিল, ইউসুফ এবং তাঁর (আপন) ভাই আমাদের পিতার কাছে

مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑨ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا

মিন্না- ওয়া নাহ্নু 'উস্বাহ; ইন্না আবা-না- লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৯। উক্বতুলূ ইউসুফা আওয়িত্বরাহূহু আরদ্বাই

আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা শক্তিশালী দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। (৯) ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা তাকে কোন

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑩ قَالَ

ইয়াখ্লু লাকুম ওয়াজ্হু আবীকুম্ ওয়া তাকূনূ মিম্বা'দিহী ক্বাওমান স্বা-লিহীন। ১০। ক্বা-লা

স্থানে ফেলে আস। তবে তোমাদের পিতার মনোযোগ শুধু তোমাদের প্রতিই থাকবে এবং পরে তোমরা সৎ সম্প্রদায় বলে গন্য হবে। (১০) তাদের মধ্যে

قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ

ক্বা-য়িলু মমিন্হুম লা- তাক্বতুলূ ইউসুফা ওয়াআল্কূহু ফী গায়া-বাতিল্জুব্বি ইয়াল্তাক্বিত্বহু বা'দ্বুস্

একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা কর না, বরং তাঁকে কোন গভীর কূপে ফেলে দাও, যাতায়াতকারী কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে। যদি তোমরা কিছু

السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑪ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ

সাইয়্যা-রাতি ইন্ কুন্তুম্ ফা-'য়িলীন। ১১। ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না- মা- লাকা লা- তা' মান্না- 'আলা- ইউসুফা ওয়া ইন্না- লাহূ

করতেই চাও, তবে এরূপ কর। (১১) তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আপনার কি হল যে, ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না? অথচ আমরা তাঁর

لَنَاصِحُونَ ⑫ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑬ قَالَ

লানা-স্বিহূন। ১২। আরসিল্হু মা'আনা- গাদাইঁ ইয়ারতা' ওয়া ইয়াল'আব ওয়া ইন্না- লাহূ লাহা-ফিজূন। ১৩। ক্বা-লা

কল্যাণকামী। (১২) আপনি আগামীকাল তাঁকে আমাদের সাথে যেতে দিন। সেখানে সে পরিতৃপ্তভাবে খাবে ও খেলা করবে এবং আমরা তার হেফাজত করবই। (১৩) তিনি

○ **টীকা (আঃ ৯) ঃ** অর্থাৎ, আমাদের পিতা ইউসুফকে অধিক স্নেহ করেন। কাজেই ইউসুফ থাকতে আমাদের প্রতি পিতার মনোভাবের পরিবর্তনের কোনই আশা নেই। এই কণ্টক দূর করতেই হবে, তবে পিতার স্নেহ ও আমাদের মতলব হাসিল হবে। (বঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ১৩) ঃ** ভ্রাতাদের মধ্যে একজন বলল, তাকে হত্যা করো না। অবশ্য তাকে দূরদেশে ফেলে আসতে পার। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তাকে লোক চলাচল পথের ধারে স্বল্প পানি বিশিষ্ট কোন গভীর কূপে ফেলে আস। সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করে তারা পিতার নিকট গমন করল এবং ইউসুফ (আ)-কে তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি রাযী হলেন না। অবশেষে তারা ইউসুফ (আ)-কে প্রলুব্ধ করলে তিনি ভাইদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি করলেন। অগত্যা ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে অনুমতি দিলেন। (বঃ কোঃ)

إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ

ইন্নী লাইয়াহ্যুনুনী~আন্ তাযহাবূ বিহী ওয়া আখা-ফু আইঁ ইয়া'কুলাহুয যি'বু ওয়া আন্তুম্

বললেন, তাঁকে তোমাদের নিয়ে যাওয়া আমাকে চিন্তান্বিত করবে এবং আমি এ ভয়ও করছি যে, তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার থেকে

عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ۝

'আনহু গা-ফিলূন। ১৪। ক্বা-লূ লাইন্ আকালাহুযযি'বু ওয়া নাহ্নু 'উস্বাতুন ইন্না~ইযাল্লাখা-সিরূন।

অমনোযোগী থাকবে। (১৪) তারা বলল, আমাদের মত এতবড় একটি শক্তিশালী দলের উপস্থিতিতেও যদি তাকে বাঘ খেয়ে ফেলে, তখন আমরা অনিষ্টকারীই হয়ে যাব।

﴿١٥﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ج وَأَوْحَيْنَا

১৫। ফালাম্মা- যাহাবূ বিহী ওয়া আজ্মা'উ~আইঁ ইয়াজ্'আলূহু ফী গায়া-বাতিল্ জুব্বি, ওয়া আওহাইনা~

(১৫) যখন তারা তাঁকে নিয়ে গেল এবং সকলে মিলে সংকল্প করল যে তাঁকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করবে। তখন আমি তাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম,

إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً

ইলাইহি লাতুনাব্বিআন্নাহুম বিআম্‌রিহিম্ হা-যা- ওয়া হুম্ লা- ইয়াশ'উরূন। ১৬। ওয়া জ্বা—উ আবা~হুম্ 'ইশা-আই

আপনি অবশ্যই তাদের এ বিষয় তাদেরকে অবহিত করবেন যখন তারা আপনাকে চিনবে না। (১৬) অতঃপর তারা সন্ধ্যা রাতে তাদের পিতার কাছে

يَبْكُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا

ইয়াব্‌কুন। ১৭। ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না-~ইন্না- যা-হাবনা- নাস্তাবিকু ওয়া তারাকনা- ইউসুফা 'ইনদা মাতা-'য়িনা-

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। (১৭) তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে একা রেখে

فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ج وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٨﴾ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ

ফাআকালাহুয যি'ব, ওয়া মা~আন্‌তা বিমু'মিনিল্ লানা- ওয়া লাওকুন্না স্বা-দিক্বীন। ১৮। ওয়া জা—উ 'আলা- ক্বামীস্বিহী

গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি। (১৮) এবং তারা ইউসুফের

بِدَمٍ كَذِبٍ ط قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ط وَاللَّهُ

বিদামিন কাযিব ; ক্বা-লা বাল্ সাওয়্যালাত্ লাকুম্ আন্‌ফুসুকুম্ আম্‌রা-; ফাস্বাব্‌রুন জ্বামীল ; ওয়াল্লা-হুল্

জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে এনেছিল। তিনি বললেন, না বরং তোমাদের মন থেকে তোমরা একটি কথা বানিয়ে নিয়েছ। ধৈর্যই আমার জন্য উত্তম। তোমাদের বানানো

الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ

মুস্তা'আ-নু 'আলা- মা- তাস্বিফূন। ১৯। ওয়া জ্বা— আত্ সাইয়্যা-রাতুন্ ফাআরসালূ ওয়া-রিদাহুম ফাআদলা-

কথার ব্যাপারে আল্লাহই সাহায্য দাতা। (১৯) আর একটি কাফেলা সেখানে আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রাহকারীকে প্রেরণ করল। সে তার বালতি (কূপে)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ بدم كذب - (কৃত্রিম রক্ত) অর্থাৎ ইউসূফের (আ) ভাইয়েরা একটি বকরী যবেহ করে তার রক্ত ইউসূফের (আ) জামায় মেখে নিয়ে এসেছিল। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ واردهم - অর্থ (তাদের পানি সংগ্রাহক) وارد সে ব্যক্তিকে বলে, যে কাফেলার জন্য পানি ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সবার আগে চলে। যাতে তারা কাফেলাকে যথাস্থানে থামাতে পারে। এ পানি সংগ্রাহক যখন কুয়ার কাছে পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আসল এবং বালতি নীচে ফেলল, তখন ইউসূফ (আ) বালতির রশি ধরে ফেলল। ওয়ারেদ (পানি সংগ্রাহক) সুশ্রী বালক দেখে খুব খুশী হল।

دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

দাল্ওয়াহ; ক্বা-লা ইয়া- বুশরা- হা-যা- গুলা-মুন; ওয়া আসাররূহু বিদ্বা-আহ; ওয়াল্লা-হু 'আলীমুম্ বিমা- ইয়া'মালূন।

ফেলল। তখন সে বলল, বাহ! খুশীর বিষয়! এতো একটি উত্তম বালক, তারা তাঁকে (পণ্য দ্রব্য) রূপে গোপন রাখল। তারা যা করছিল সে ব্যাপারে আল্লাহ অবহিত ছিলেন।

২ ع ১৪ ১২ রুকূ

⑳ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ㉑ وَقَالَ

২০। ওয়া শারাওহু বিছামানিম্ বাখ্সিন্ দারা-হিমা মা'দূদাহ; ওয়া কা-নূ ফীহি মিনায যা-হিদীন। ২১। ওয়া ক্বা-লা

(২০) তারা তাঁকে মাত্র কতিপয় দেরহামের বিনিময় সস্তা মূল্যে বিক্রি করল এবং তারা ছিল তাঁর ব্যাপারে অনাগ্রহী। (২১) আর মিশরের যে ব্যক্তি

الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ

ল্লাযীশ তারা-হু মিম্মিস্বরা লিম্রাআতিহী~আক্রিমী মাছ ওয়া-হু 'আসা~আঁই ইয়ান্ফা'আনা~আও নাত্তাখিযাহূ

তাঁকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, একে খুব মর্যাদার সাথে রাখ। হতে পারে, এ আমাদের উপকারে আসবে। অথবা তাঁকে আমরা আমাদের

وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ

ওয়ালাদা-; ওয়া কাযা-লিকা মাক্কান্না- লিইউসুফা ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালিনু'আল্লিমাহূ মিন্ তা'বীলিল আহ্বা-দীছ;

পুত্র বানিয়ে নেব। এভাবে আমি ইউসুফকে মিশরের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলাম। যাতে আমি তাঁকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ㉒ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ

ওয়াল্লা-হু গা-লিবুন 'আলা~আমরিহী ওয়া লা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন। ২২। ওয়া লাম্মা- বালাগা আশুদ্দাহূ~

আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে প্রভাবশালী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২২) তিনি (ইউসুফ) যখন বয়সের দিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছলেন,

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ㉓ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ

আ-তাইনা-হু হুক্মাওঁ ওয়া 'ইল্মা-; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্যীল্ মুহ্সিনীন। ২৩। ওয়া রা-ওদাত্হুল্লাতী হুওয়া

তখন আমি তাঁকে হিকমত ও ইলম দান করলাম। আর আমি এভাবে পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (২৩) তিনি যে রমণীর গৃহে ছিলেন সে (রমণী)

فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

ফী বাইতিহা- 'আন্নাফ্সিহী ওয়া গাল্লাক্বাতিল্ আব্ওয়া-বা ওয়াক্বা-লাত্ হাইতা লাক; ক্বা-লা মা 'আ-যাল্লা-হি

তাঁকে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্ররোচনা দিতে লাগল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল এবং বলল, এদিকে এসো, ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ㉔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ

ইন্নাহূ রাব্বী~আহ্সানা মাছওয়া-ই; ইন্নাহূ লা- ইউফ্লিহুয্ যা-লিমূন। ২৪। ওয়া লাক্বাদ্ হাম্মাত্ বিহী'

নিশ্চয় তিনি (তোমার স্বামী) আমার মুরব্বী, তিনি আমাকে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যায়কারীগণ কখনো সফল হয় না। (২৪) সে (রমণী) তাঁর প্রতি আকৃষ্ট

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ شروه - (তাঁকে তারা বিক্রি করল)- ভাইগণ অথবা কাফের লোকেরা।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ كذالك مكنا - (এমনিভাবে) অর্থাৎ যেভাবে ইউসূফকে (আ) কুয়া থেকে অত্যাচারী ভাইদের থেকে নাজাত দিয়েছি এমনিভাবে আমি ইউসূফকে (আ) মিশরের ভূমিতে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছি। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ بلغ اشده - (পূর্ণতায় পৌছল) অর্থাৎ আঠার অথবা বাইশ বছর বয়সে পৌছল। কারো মতে, ত্রিশ অথবা চল্লিশ বছর বয়সের মাঝখানে। (তাঃ কাদেরী)

حكما وعلما - হিকমত দ্বারা "নবুওয়াত" অথবা নবুওয়াতের পূর্বজ্ঞান এবং 'ইলম' দ্বারা দ্বীনি জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম)

وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ

ওয়া হাম্মা বিহা- লাওলা~আররাআ- বুর্হা-না রাব্বিহ্; কাযা-লিকা লিনাস্বরিফা 'আন্হুস্ সূ—আ ওয়াল্ ফাহ্শা—আ;

হয়েছিল এবং তিনি (ইউসুফ)ও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন, যদি তিনি স্বীয় রবের নিদর্শন না দেখতেন, এটা এজন্য যে, যাতে আমি তাঁকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ হতে

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ٢٥ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ

ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মুখ্লাস্বীন। ২৫। ওয়াস্তাবাক্বাল্ বা-বা ওয়া ক্বাদ্দাত্ ক্বামীস্বাহূ মিন্ দুবুরিওঁ

বিরত রাখতে পারি। নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার খাঁটি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (২৫) তারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াল এবং সে (রমণী) পেছন দিক থেকে তার

وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا

ওয়া আলফায়া- সাইয়্যিদাহা- লাদাল্ বা-ব; ক্বা-লাত মা- জ্বাযা—উ মান্ আরা-দা বিআহ্লিকা সূ—আন্

জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং উভয়েই রমণীর স্বামীকে দরজার নিকট পেল। রমণী (তার স্বামীকে) বলল, যে লোক তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল আচরণের ইচ্ছা করে তার শাস্তি

إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ

ইল্লা~আঁই ইউস্জ্বানা আও 'আযা-বুন আলীম। ২৬। ক্বা-লা হিয়া রা-ওয়াদাতনী 'আন্নাফসী ওয়া শাহিদা শা-হিদুম

এটাই (হতে পারে) যে তাকে বন্দী করে কারাগারে প্রেরণ অথবা কঠিন শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে। (২৬) তিনি বললেন, এ রমণীই আমাকে (অন্যায় কাজের জন্য)

مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

মিন আহ্লিহা-, ইন কা-না ক্বামীস্বুহূ কুদ্দা মিন্ কুবুলিন ফাস্বাদাক্বাত্ ওয়া হুওয়া মিনাল্ কা-যিবীন।

প্ররোচিত করছিল। (তখন) সে রমণীর পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল যে, যদি তাঁর জামার অগ্রভাগ ছেঁড়া থাকে, তবে রমণী সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী।

٢٧ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا

২৭। ওয়া ইন্ কা-না ক্বামীস্বুহূ কুদ্দা মিন্ দুবুরিন ফাকাযাবাত্ ওয়া হুওয়া মিনাস্ব্স্বা-দিক্বীন। ২৮। ফালাম্মা-

(২৭) আর যদি তাঁর জামা পেছন ভাগ থেকে ছেঁড়া থাকে তবে রমণী মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। (২৮) যখন সে

رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ

রাআ- ক্বামীস্বাহূ কুদ্দা মিন্ দুবুরিন্ ক্বা-লা ইন্নাহূ মিন্ কাইদিকুন্ন; ইন্না কাইদাকুন্না 'আযীম। ২৯। ইউসুফু

(স্ত্রীর স্বামী) ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছেঁড়া দেখল, তখন বলল, এটাতো তোমাদের স্ত্রীদের ছলনা। নিশ্চয় তোমাদের ছলনা খুবই ভয়ানক। (২৯) হে ইউসুফ!

أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ○ ع ৩ ১৩ রুকু

আ'রিদ্ব 'আন হা-যা- 'ওয়াস্তাগ্ফিরী লিযাম্বিক, ইন্নাকি কুন্তি মিনাল্ খা-ত্বিয়ীন।

তুমি এ থেকে বিরত থাক। (হে রমণী) তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমি পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ অর্থাৎ, ইউসুফকে আমি যেনা হতে দূরে রাখলাম। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মনে খোদার ভয় আসা মাত্র তিনি তথা হতে দৌড়িয়ে পালালেন। যুলায়খাও পাছে পাছে দৌড়াল। প্রত্যেকটি দরজার নিকট পৌছতেই তার তালা খুলে যেত। অবশেষে সর্বশেষ দ্বারের নিকটে পৌছতেই যুলায়খা পাছের দিক হতে তাঁর জামার আঁচল ধরে ফেলল এবং হযরত ইউসুফ (আ) সজোরে নিজেকে মুক্ত করতেই তা ছিঁড়ে গেল। তিনি বের হতেই উভয়েই দ্বারের নিকট আযীযকে দেখতে পেল। আযীয উভয়কে সচকিত দেখে সন্দেহ করল। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ এই সাক্ষীটি ছিল যুলায়খারই বংশের জনৈক শিশু। সে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিল। (বঃ কোঃ)

۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ

৩০। ওয়া ক্বা-লা নিসওয়াতুন ফিল্ মাদীনাতিম্ রাআতুল্ 'আযীযি তুরা-ওয়িদু ফাতা-হা- 'আন্নাফ্সিহ্,

(৩০) সে শহরের একটি মহিলাদল বলতে লাগল, আযীযের স্ত্রী স্বীয় (যুবক) গোলামকে স্বীয় কামনা হাসিলের জন্য প্রেরোচিত করছে। নিশ্চয় তাকে প্রেম

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ

ক্বাদ্ শাগাফাহা- হুববা-; ইন্না- লানারা-হা- ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৩১। ফালাম্মা- সামি'আত্ বিমাক্রিহিন্না আর্সালাত

আসক্ত করেছে। আমরা তাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখছি। (৩১) যখন সে (যোলায়খা) মহিলাদের কুৎসা রটনার কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল

إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ

ইলাইহিন্না ওয়া আ'তাদাত্ লাহুন্না মুত্তাকাআওঁ ওয়া আ-তাত্ কুল্লা ওয়া-হিদাতিম মিন্হুন্না সিক্কীনাওঁ ওয়া ক্বা-লাতিখ্

এবং তাদের জন্য (আসন) তৈরী করল। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা ছুড়ি দিল এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে বের হও। অনন্তর যখন

اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ

রুজ্ 'আলাইহিন্ন, ফালাম্মা- রাআইনাহূ~আক্বারনাহূ ওয়া ক্বাত্ত্বা'না আইদিয়াহুন্না ওয়া ক্বুল্না হা-শা লিল্লা-হি

তারা তাকে দেখল, তখন তাঁকে রূপ ও সৌন্দর্যে মহান (অতুলনীয়) দেখতে পেল এবং তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং বলে উঠল, মহিমা আল্লাহর।

مَا هَٰذَا بَشَرًا ۚ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٢﴾ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ

মা- হা-যা- বাশারা-; ইন্ হা-যা- ইল্লা মালাকুন কারীম। ৩২। ক্বা-লাত্ ফাযা-লিকুল্লাল্লাযী লুম্তুন্নানী ফীহ্;

এতো মানুষ নয়। এতো সম্মানিত ফিরিশতা। (৩২) সে (যোলায়খা) বলল, এ-ই সে যুবক যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তাঁর

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ

ওয়া লাক্বাদ্ রা-ওয়াদ্তুহূ 'আন্নাফ্সিহী ফাস্তা'স্বাম; ওয়া লাইল্লাম্ ইয়াফ্'আল্ মা- আ-মুরুহূ লাইউস্জ্বানান্না

থেকে আমার কামনা পূরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যদি সে আমার নির্দেশ পালন না করে, অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে

وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي

ওয়া লাইয়াকূনাম মিনাস্স্বাগিরীন। ৩৩। ক্বা-লা রাব্বিস সিজ্নু আহাব্বু ইলাইয়্যা মিম্মা- ইয়াদ'উনানী~

এবং সে নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩৩) ইউসুফ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা (মহিলারা) যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছে তার চেয়ে

إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

ইলাইহ্' ওয়া ইল্লা- তাস্বরিফ 'আন্নী কাইদাহুন্না আস্বুব্ ইলাইহিন্না ওয়া আকুম মিনাল্ জা-হিলীন।

কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি আপনি তাদের ষড়যন্ত্র হতে আমাকে দূরে না রাখেন; তবে আমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ব এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ অর্থাৎ, উপস্থিত মহিলাগণও যুলায়খার পক্ষ হতে ইউসুফ (আ)-কে বুঝাতে লাগল যে, এমন দয়াবতী মনিবের প্রতি এমন অবহেলা করা উচিত নয়। তার কামনা পূরণ করা উচিত। ইউসুফ (আ) তাদের কথা শুনে প্রমাদ গণলেন, অতঃপর খোদার দরবারে এরূপ প্রার্থনা করলেন। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৩) ঃ হযরত ইউসুফ স্বীয় পবিত্রতার ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না, তবে তাঁর এরূপ দো'আ করার কারণ এই যে, পয়গম্বরদের চির নিষ্পাপ হওয়া খোদার ইচ্ছা এবং আল্লাহর সাহায্যের উপরই নির্ভর করে। তাঁর অনুগ্রহই ভিত্তিস্থল। এই ভিত্তিস্থলের উপর নির্ভর করেই পয়গম্বরগণ নতমস্তকে থাকেন। কখনও নিজের ক্ষমতাগর্বে গর্বিত হন না। কাজেই তিনি এরূপ দো'আ করেছিলেন।

﴿٣٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৪। ফাস্তাজা-বা লাহু রাব্বুহূ ফাস্বারাফা 'আনহু কাইদাহুন্ন ; ইন্নাহূ হুওয়াস সামী'উল্ 'আলীম।
(৩৪) অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন। এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

﴿٣٥﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ وَدَخَلَ

৩৫। ছুম্মা বাদা-লাহুম মিম্ বা'দি মা- রাআউল আ-ইয়া-তি লাইয়াস্‌জুনুন্নাহূ হাত্তা- হ্বীন। ৩৬। ওয়া দাখালা
(৩৫) অতঃপর সব নিদর্শন দেখার পর তাদের মতে সাব্যস্ত হল যে, কিছু নির্দিষ্ট দিনের জন্য তাঁকে কারাগারে রাখতে হবে। (৩৬) এবং তাঁর

مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ

মা'আহুস্‌সিজ্বনা ফাতাইয়া-ন; ক্বা-লা আহ্বাদুহুমা ~ইন্নী~আরা-নী~আ'স্বিরু খাম্‌রা-, ওয়া ক্বা-লাল্ আ-খারু
সাথে আরো দু'যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তার মধ্য হতে এক যুবক বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আংগুরের রস নিংড়াচ্ছি। অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম,

إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ

ইন্নী~আরা-নী~আহ্‌মিলু ফাওক্বা রা'সী খুব্‌যান তা'কুলুত্ব ত্বাইরু মিন্‌হ, নাব্বি'না- বিতা'বীলিহ,
আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। নিশ্চয় আমরা

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

ইন্না- নারা-কা মিনাল্ মুহ্‌সিনীন।৩৭। ক্বা-লা লা- ইয়া'তীকুমা- ত্বা'আ-মুন তুরযাক্বা-নিহী~ইল্লা- নাব্বা'তুকুমা-
আপনাকে অনুগ্রহশীল মনে করি। (৩৭) তিনি বললেন, তোমাদেরকে যে খানা দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে পৌছার পূর্বেই আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা

بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ

বিতা'বীলিহী ক্বাব্‌লা আঁই ইয়া'তিয়াকুমা-; যা-লিকুমা- মিম্মা- 'আল্লামানী রাব্বী; ইন্নী তারাকতু মিল্লাতা
তোমাদেরকে বলে দেব। তোমাদের দু'জনকে যা বলব, তা সে জ্ঞান দ্বারা বলব যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন।

قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي

ক্বাওমিল্ লা-ইউ'মিনূনা বিল্লা-হি ওয়াহুম্ বিল্ আ-খিরাতি হুম্ কা-ফিরূন। ৩৮। ওয়াত্তাবা'তু মিল্লাতা আ-বা—ই~
আমি সে সব সম্প্রদায়ের মতবাদ বর্জন করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং পরকালকে বিশ্বাস করে না। (৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৩৬) ঃ** فتيين - (দু' যুবক) এ দু' যুবক বাদশাহর দরবারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। একজন শরাব সরবরাহকারী, অপরজন বাবুর্চি।

خمرا - অর্থ শরাব, এখানে আংগুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আংগুর থেকেই শরাব তৈরী হয়ে থাকে। (তাঃ কাদেরী)

○ **টীকা (আঃ ৩৬) ঃ** তাদের একজন ছিল সাক্বী, দ্বিতীয়জন ছিল পাচক। তাদের প্রতি এ অভিযোগ ছিল যে, তারা খাদ্যে বিষ মিশিয়ে বাদশাহকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বিচার সাপেক্ষে তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছিল। হযরত ইউসূফ (আ)-এর মধ্যে বুযুর্গীর লক্ষণ দেখে তারা তাঁর নিকট নিজেদের স্বপ্নফল জিজ্ঞাসা করল। (বুঃ কোঃ)

○ **টীকা (আঃ ৩৭) ঃ** অর্থাৎ, হযরত ইউসূফ (আ) ভাবলেন, যখন এ লোক দুটি আমার প্রতি ভক্তি রাখে, তখন প্রথমেই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা উচিত। কাজেই নিজের নবুওয়াত প্রমাণের উদ্দেশ্যে একটি মু'জেযা প্রকাশ করার মানসে বললেন, জেলখানায় তোমাদের খাদ্য আগমনের পূর্বেই আমি বলে দিতে পারব যে, তোমাদের জন্য আজ কি কি খাদ্য আসবে। (বঃ কোঃ)

إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ

ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইসহ্বাক্বা ওয়া ইয়া'ক্বূব ; মা- কা-না লানা~আন্ নুশ্‌রিকা বিল্লা-হি মিন্ শাই ;

ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের ধর্মের অনুসারী। আমার জন্য বৈধ নয় যে, আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব।

ذٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

যা-লিকা মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি 'আলাইনা- ওয়া 'আলান্না-সি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি লা- ইয়াশকুরূন।

এটা আমাদের উপর এবং অন্যান্য সকল মানুষের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করে না।

٣٩ يٰصٰحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ

৩৯। ইয়া-স্বাহ্বিবায়িস সিজ্‌নি আআর্‌বাবুম মুতাফাররিকূনা খাইরুন আমিল্লা-হুল্ ওয়া-হ্বিদুল ক্বাহ্‌হা-র।

(৩৯) হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক উত্তম, না মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ (উত্তম)?

٤٠ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ

৪০। মা- তা'বুদূনা মিন্ দূনিহী~ইল্লা~আসমা— আন্ সাম্মাইতুমূহা~আন্‌তুম ওয়া আ-বা— উকুম মা- আনযালাল্লা-হু

(৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার উপাসনা করছ, সেগুলো শুধু কিছু নাম মাত্র। যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করেছ।

بِهَا مِن سُلْطٰنٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ

বিহা- মিন্ সুল্‌ত্বা-ন; ইনিলহ্বুকমু ইল্লা- লিল্লা-হ; আমারা আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লা- ইয়্যা-হ; যা-লিকাদ্দীনুল্

এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ প্রেরণ করেন নি। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না।

الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤١ يٰصٰحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّآ

ক্বাইয়্যিমু ওয়া লা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি লা- ইয়া'লামূন। ৪১। ইয়া- স্বা-হ্বিবায়িস্ সিজ্‌নি আম্মা~

এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সাথীদ্বয়! তোমাদের দু'জনার মধ্য হতে একজনের

أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُۥ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ

আহ্বাদুকুমা- ফাইয়াসক্বী রাব্বাহূ খাম্‌রা-, ওয়া আম্মাল্ আ-খারু ফাইউস্বলাবু ফাতা'কুলুত্ব ত্বাইরু মির্‌রা'সিহ;

স্বপ্নের তাৎপর্য হল, সে তার মনিবকে পুনরায় শরাব পান করাবে এবং অপরজনকে শূলে লটকান হবে এবং পাখীরা তার মাথা হতে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে।

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٤٢ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا

কুদ্বিয়াল্ আমরুল্লাযী ফীহি তাসতাফ্‌তিয়া-ন। ৪২। ওয়া ক্বা-লা লিল্লাযী যান্না আন্নাহূ না-জিম্ মিন্‌হুমায

তোমরা দু'জন যে ব্যাপারে ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছ তার ফয়সালা হয়ে গেছে। (৪২) ইউসুফ, তাদের দু'ব্যক্তির মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা করেছিলেন, তাকে বললেন,

○ **টীকা (আঃ ৪০) ঃ** অর্থাৎ, এই তওহীদ ও এবাদতের ব্যাপারে কেবলমাত্র খোদার বশ্যতা স্বীকার করাই হল সরল পথ। (বঃ কোঃ)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ৪২) ঃ** بضع سنين - بضع তিন হতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়। কারো মতে, ইউসূফ (আ) কারাগারে ছিলেন সাত বছর। কারো মতে, বার বছর। কারো মতে, চৌদ্দ বছর। (কুঃ কারীম) ○ **টীকা (আঃ ৪২) ঃ** উভয়কে জেলখানা হতে বাইরে আনার সময়, নির্দোষ বলে ধারণাকৃত লোকটিকে হযরত ইউসূফ (আ) বললেন, স্বীয় প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করবে যে, একটি নিরপরাধ লোক জেলখানায় পঁচছে। লোকটি একথায় অঙ্গীকার করল; কিন্তু শয়তান তাকে তা হতে ভুলে রাখল। ফলে বন্দীখানায় তাঁকে আরো কয়েক বছর থাকতে হল। (বঃ কোঃ)

اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ

কুরনী 'ইন্‌দা রাব্‌বিক ; ফাআন্‌সাহুশ্‌ শাইত্বানু যিক্‌রা রাব্‌বিহী ফালাবিছা ফিস্‌সিজ্‌নি বিদ্ব'আ

তোমার মুনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার মুনিবের কাছে তার বিষয় আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর

سِنِينَ ۝٤٣ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ ع ٥ ٧ ১৫ রুকূ

সিনীন। ৪৩। ওয়া ক্বা-লাল্‌ মালিকু ইন্নী~আরা-সাব্‌'আ বাক্বারা-তিন সিমা-নিঁই ইয়াকুলুহুন্না সাব্‌'উন

কারাগারেই থাকল। (৪৩) বাদশাহ বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখেছি সাতটি মোটা-তাজা গাভী। সেগুলোকে খাচ্ছে সাতটি

عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي

'ইজা-ফুঁও ওয়া সাব্‌'আ সুম্বুলা-তিন খুদ্বরিঁও ওয়া উখারা ইয়া-বিসা-ত ; ইয়া~আইয়্যুহাল মালাউ আফ্‌তুনী

শীর্ণকায় গাভী, এবং দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুষ্ক শীষ। হে (দরবারের) নেতৃবৃন্দ! আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝٤٤ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ

ফী রু'ইয়া-ইয়া ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ লিররু'ইয়া- তা'বুরূন। ৪৪। ক্বা-লূ~আদ্বগা-ছু আহ্‌লা-ম, ওয়ামা- নাহ্‌নু

বর্ণনা কর, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার। (৪৪) তারা বলল, এটাতো খারাপ স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে

بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ۝٤٥ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ

বিতা'ওয়ীলিল্‌ আহ্‌লা-মি বি'আ-লিমীন। ৪৫। ওয়া ক্বা-লাল্লাযী নাজা- মিন্‌হুমা- ওয়াদ্দাকারা বা'দা উম্মাতিন

অনভিজ্ঞ। (৪৫) দু'জন কয়েদীর মধ্য হতে যে মুক্তি পেয়েছিল, তার দীর্ঘকাল পর (ইউসুফের কথা) স্মরণ হল, সে বলল, আমি তোমাদেরকে

أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝٤٦ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ

আনা উনাব্‌বিউকুম্‌ বিতা'ওয়ীলিহী ফাআর্‌সিলূন। ৪৬। ইউসুফু আইয়্যুহাস্‌সিদ্দীকু আফ্‌তিনা-ফী সাব্‌'ই

এর ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। তোমরা আমাকে কারাগারে পাঠাও। (৪৬) (সে বলল) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী। আপনি আমাদেরকে

بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ

বাক্বারা-তিন সিমা-নিঁই ইয়া'কুলুহুন্না সাব্‌'উন 'ইজা-ফুঁও ওয়া সাব্‌'ই সুম্বুলা-তিন খুদ্বরিঁও ওয়া উখারা ইয়া-বিসা-তিল

এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি দুর্বল গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে। যাতে আমি

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٤٧ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ

লা'আল্লী~আরজি'উ ইলান্না-সি লা'আল্লাহুম্‌ ইয়া'লামূন। ৪৭। ক্বা-লা তাযরা'উনা সাব্‌'আ সিনীনা

এখন থেকে ফিরে গিয়ে তাদের কাছে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি এবং তারা জেনে নিতে পারে। (৪৭) তিনি বললেন, তোমরা একাধারে সাত বছর চাষ করবে,

دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝٤٨ ثُمَّ

দা'আবা, ফামা- হাসাত্তুম্‌ ফাযারূহু ফী সুম্বুলিহী~ইল্লা- ক্বালীলাম্‌ মিম্মা- তা'কুলূন। ৪৮। ছুম্মা

এবং ফসল কেটে নিজেদের খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে বাকীগুলো শীষসহ রেখে দিবে। (৪৮) এরপর

يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا

ইয়া'তী মিম্বা'দি যা-লিকা সাব্'উন শিদা-দুই ইয়া'কুল্না মা- ক্বাদ্দাম্তুম্ লাহুন্না ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিম্মা-

আসবে দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর। তখন তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে লোকেরা তা খাবে যা কেবল মাত্র সামান্য কিছু ব্যতীত যা তোমরা (বীজের জন্য)

تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

তুহ্ব্বিনূন। ৪৯। ছুম্মা ইয়া'তী মিম্বা'দি যা-লিকা 'আ-মুন ফীহি ইয়ুগা-ছুন্না-সু ওয়া ফীহি

রেখে দেবে (৪৯) এরপরই আসবে এমন এক বছর, যে বছর মানুষের উপর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এরপর সে বছর মানুষ খুব (আংগুর)

يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ

ইয়া'স্বিরূন। ৫০। ওয়া ক্বা-লাল্ মালিকু'তূনী বিহ, ফালাম্মা- জ্বা~আহুর রাসূলু ক্বা-লার্জি'

নিংড়াবে। (৫০) বাদশাহ বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস। প্রেরিত ব্যক্তি যখন তার কাছে (বাদশাহর) আসল, তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমার বাদশাহর

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي

ইলা- রাব্বিকা ফাসআলহু মা- বা-লুন্ নিস্ওয়াতিল্লা-তী ক্বাত্ত্বা'না আইদিয়াহুন্ন ; ইন্না রাব্বী

কাছে ফিরে যাও এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা কর যে, সেসব মহিলাদের অবস্থা কি যারা তাদের হাত কেটে ফেলে ছিল? নিশ্চয় আমার অভিভাবক (বাদশাহ) তাদের চক্রান্ত

بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ

বিকাইদিহিন্না 'আলীম। ৫১। ক্বা-লা মা- খাত্বুবুকুন্না ইয্ রা-ওয়াত্তুন্না ইউসুফা 'আন্নাফ্সিহ ; কুল্না

সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। (৫১) বাদশাহ (মহিলাদেরকে) জিজ্ঞাসা করল, যখন তোমরা তোমাদের মনের কামনা মিটানোর জন্য ইউসুফকে প্ররোচিত করেছিলে, তখন অবস্থাটা

حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ

হ্বা-শা লিল্লা-হি মা-'আলিম্না- আলাইহি মিন্ সূ—ই; ক্বা-লাতিম রাআতুল 'আযীযিল্ আ-না হ্বাস্বহ্বাস্বাল্

কিরূপ ছিল? তারা জবাব দিল, আল্লাহর মহিমা! আমরা ইউসুফের মধ্যে কোন প্রকার খারাবি পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এতক্ষণে সত্য সাব্যস্ত হল।

الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ

হ্বাক্কু ; আনা রা-ওয়াত্তুহু 'আন্ নাফ্সিহী ওয়া ইন্নাহূ লামিনাস্ব স্বা-দিক্বীন। ৫২। যা-লিকা লিইয়া'লামা

আমি তাঁর থেকে আমার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের কামনা করেছিলাম। নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ (আ)। বললেন,

أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

আন্নী লাম আখুন্হু বিলগাইবি ওয়া আন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্দী কাইদাল্ খা—ইনীন।

এটা আমি এজন্য বলেছি, যাতে সে জানতে পারে যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতে তার বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

O বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ يعصرون - (তারা নিংড়াবে) অর্থাৎ প্রচুর ফল উৎপন্ন হবে। যেমন আংগুর, যয়তুন ইত্যাদি এবং মানুষ আংগুর থেকে প্রচুর রস নিংড়াবে। কারো মতে, নিংড়ানো দ্বারা গাভী ও বকরীর স্তন হতে দোহানো বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী) **O বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ** ذلك - (এটা এজন্য বলেছি) বাদশাহ ইউসুফের (আ) কাছে সংবাদ দিলেন যে, মহিলারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তোমার উপস্থিতিতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। তখন ইউসুফ (আ) বলেছেন, আমি মহিলাদের শাস্তি দেয়ার জন্য একথা বলিনি এবং আমি আমার অভিভাবকের (বাদশাহর) অনুপস্থিতিতে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি তা বুঝাবার জন্য একথাটা মহিলাদের কাছে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছি। (তাঃ কাদেরী)